এ·ন্টি·গো·নি

সফোক্লিস

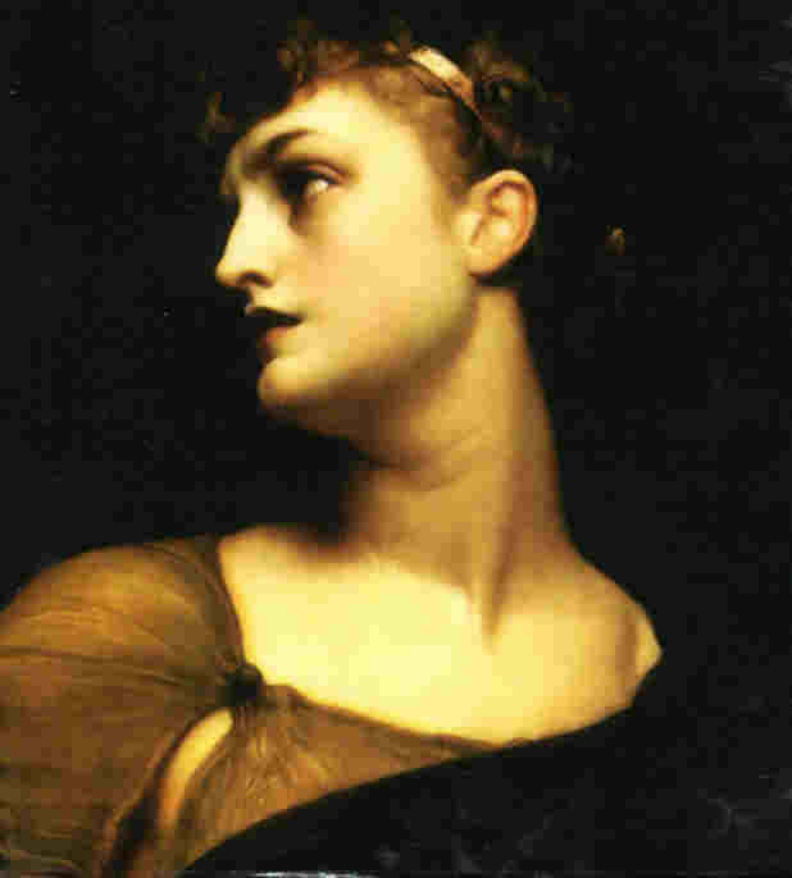

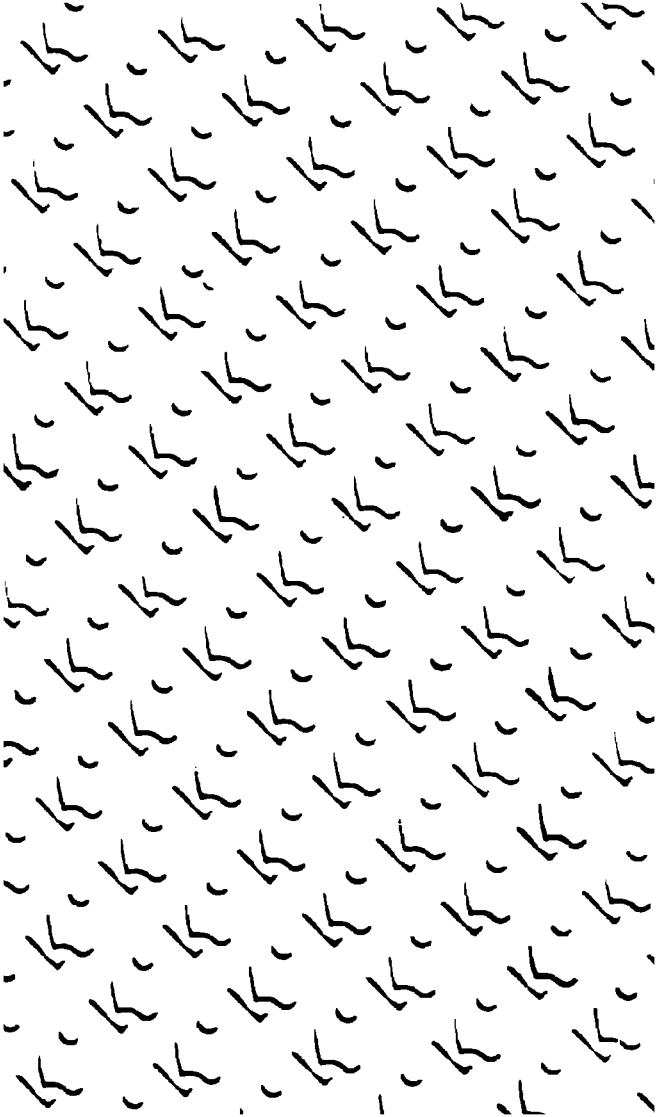

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

আলোকিত মানুষ চাই

এন্টিগোনি

সফোক্লিস

মোবাশ্বের আলী
অনূদিত

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৫৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৯৭ আগস্ট ১৯৯০

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
কার্তিক ১৪২০ অক্টোবর ২০১৩

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0055-X

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মা
নছিবা খাতুন

www.pathagar.com

পূর্বাভাষ

সফোক্লিস (৪৯৬-৪০৬ খ্রি. পূ.) গ্রিক নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম। শুধু তাই নয়, তাঁকে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-রচয়িতা বলে অভিহিত করলেও সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না। কেননা ডায়োনিসাস দেবতার পূজা উপলক্ষে রাষ্ট্র প্রযোজিত নাট্য-প্রতিযোগিতায় তাঁর পূর্বসূরি এসকিলাস (৫২৫-৪৫৬ খ্রি. পূ.) তের বার এবং পরবর্তী য়ুরিপিদেস (৪৮০-৪০৬ খ্রি. পূ.) মাত্র চার বার, কিন্তু তিনি লাভ করেন বিশবার পুরস্কার।

থিবিসীয় গাথা অবলম্বনে সফোক্লিস তিনটি নাটক—'রাজা ইডিপাস', 'কলোনাসে ইডিপাস' এবং 'এন্টিগোনি' রচনা করেন। নাটক তিনটি কালানুক্রমে রচিত হয়নি। প্রথমে রচিত হয় 'এন্টিগোনি', এরপর 'রাজা ইডিপাস' এবং সবশেষে 'কলোনাসে ইডিপাস'। এদের সম্ভাব্য অভিনয়কাল হ'ল : 'এন্টিগোনি', ৪৪২-৪৪১ খ্রি. পূ.; 'রাজা ইডিপাস', ৪২৯-৪২০ খ্রি. পূ.; 'কলোনাসে ইডিপাস', ৪০১ খ্রি. পূ. (নাট্যকারের মৃত্যুর পর)। সুতরাং নাটক তিনটি একই গাথা অবলম্বনে রচিত হলেও ত্রয়ী বলে অভিহিত করা যায় না।

ভাগ্য-বিড়ম্বিত ইডিপাসের ভয়াবহ পাপের কাহিনী অবলম্বনে 'রাজা ইডিপাস', কলোনাসে নির্বাসিত ও আশ্রিত ইডিপাসের কাহিনী অবলম্বনে 'কলোনাসে ইডিপাস' রচিত এবং 'এন্টিগোনি'তে ইডিপাসের কনিষ্ঠা কন্যা এন্টিগোনির সকরুণ ট্র্যাজেডিই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই তিনটি নাটকে বংশগত পাপের সমস্যাই—পাপ যে কীভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় এবং এর পরিণতি যে কী ভয়ংকর—আলোচিত হয়েছে। সুতরাং নাটক তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও উপজীব্যের দিক দিয়ে সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত।

www.pathagar.com

'রাজা ইডিপাস' বিশ্ববিশ্রুত নাটক এবং সমালোচক শিরোমণি এরিস্টটল একে নাটকের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন।

ইডিপাস নিতান্ত ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতাবশত জন্মদাতা লেউসকে হত্যা এবং গর্ভধারিণী জেকুস্তার পাণিগ্রহণ করে। ইডিপাসের ঔরসে এবং জেকুস্তার গর্ভে দু'টি পুত্র এবং দু'টি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

এ-ভাবে দীর্ঘ পনর বছর অতিক্রান্ত হবার পর দেশ মহামারী ও মন্বন্তরে ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত হ'ল এবং বিপন্ন নাগরিকেরা রাজা ইডিপাসের কাছে এল উদ্ধারের আশায়। কেন এই অভিশাপ তা জানতে ইডিপাস শ্যালক (মাতুলও বটে) ক্রিয়নকে এপোলোর মন্দিরে পাঠাল। দৈববাণীতে উচ্চারিত হ'ল : রাজ্যের মধ্যে মস্তবড় অন্যায়কে লালন করা হচ্ছে। সেই অন্যায় হ'ল : ভূতপূর্ব রাজা লেউসকে হত্যা করা হয়েছে, অথচ হত্যাকারীকে কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। কে এই হত্যাকারী, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

ক্রিয়নের পরামর্শমতো অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা টিরেসিয়াসকে ডেকে পাঠানো হ'ল। ইডিপাসের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ টিরেসিয়াস গোপন সত্য প্রকাশ করল—হত্যাকারী আর কেউ নয়, স্বয়ং ইডিপাস। ভাবল ক্রিয়নের সাথে চক্রান্ত করেই টিরেসিয়াস একথা বলছে। ক্রিয়ন সিংহাসনের প্রতি লুব্ধ হয়েই তার বিরুদ্ধে এ চক্রান্ত করেছে। ক্রিয়নকে রাজদ্রোহী বলে সে অভিযুক্ত করল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলো।

ইডিপাস ও ক্রিয়নের বিতণ্ডা শুনে রানি জেকুস্তা বলল যে, ভবিষ্যদ্বাণী কখনও সত্য হয় না। যদি তাই হতো তবে লেউসের আপন সন্তানের হাতে মৃত্যু ঘটত। কেননা দেববাণীতে বলা হয়েছিল যে, আপন সন্তানের হাতেই লেউসের মৃত্যু ঘটবে এবং এই সন্তান একদিন আপন মাতার স্বামী হবে। দৈববাণী শুনে লেউস ও জেকুস্তা নবজাতককে—নামকরণের পূর্বেই—নির্জন পথপ্রান্তে ফেলে দিতে তাদের একজন মেষপালককে আজ্ঞা দেয়—যেখানে মৃত্যু অবধারিত।

জেকুস্তার কথায় ইডিপাস জানতে পারল, ফোসিসে তিনটি পথ যেখানে একত্রিত হয়েছে সেখানেই লেউসের মৃত্যু ঘটেছিল। এ-কথা শুনেই ইডিপাসের মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল এবং এই

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ডের কোনো সাক্ষী থাকলে তাকে শিগগির আনার জন্য বলল। জেকুস্তা জানাল যে, একজন মাত্র অনুচর ফিরে এসেছিল: সে ইডিপাসকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে পাহাড়ে চলে গেছে এবং এখন মেষপালকের কাজে রত আছে।

ইডিপাসের এত উদ্বিগ্ন হবার হেতু এই : সে করিনথের রাজা পলিবাস ও রানি মেরোপির কাছে আশৈশব লালিত হয় এবং তাদের পিতামাতা বলে জানত। কিন্তু একদিন একটি লোক মত্ত অবস্থায় বিদ্রূপ করে তাকে বলল যে, সে পিতা-মাতার সন্তান নয়। এ কথায় সে মনে খুব আঘাত পেল এবং পলিবাস ও মেরোপির কাছে সত্যি ঘটনা জানতে চাইল। তাদের কথায় তার মনের সংশয় ঘুচল না এবং সে এপোলোর দৈববাণী শুনতে গেল। দৈববাণীতে শুধু এই জানতে পারল যে, সে পিতৃঘাতী হবে এবং আপন মাতাকে বিবাহ করবে। অপার গ্লানি ও দুঃসহ বেদনায় সে করিনথ ত্যাগ করে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ করতে করতে এমন এক জায়গায় এল যেখানে তিনটি পথ একত্রে মিলেছে। সে সময় একজন বৃদ্ধ কয়েকজন অনুচরসহ রথে চড়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে বিতণ্ডা হওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে বৃদ্ধকে হত্যা করে এবং অন্যরা পালিয়ে যায়।

এই বৃদ্ধই লেউস কিনা কে বলতে পারে! যদি লেউস হয় তবে সেই তো হত্যাকারী। তবে একটি সান্ত্বনা এই : জেকুস্তা তাকে জানিয়েছিল যে দস্যুরাই লেউসকে হত্যা করেছে। এখন মেষপালক এসে যদি একই কথা বলে তবে সে মুক্ত। আর যদি বলে সে কোনো এক পথচারী একাকী লেউসকে হত্যা করেছিল তবে তার মুক্তি নেই।

করিনথ থেকে একজন বার্তাবহ সংবাদ নিয়ে এল যে, রাজা পলিবাসের মৃত্যু ঘটেছে। এখন ইডিপাস সেই শূন্য সিংহাসন অলঙ্কৃত করবে। পলিবাসের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে—আপন সন্তান দ্বারা হত হয়নি। সুতরাং দৈববাণী যে মিথ্যে জেকুস্তার মতো ইডিপাসেরও এ ধারণা হল। তবে তার আশঙ্কা মাতা মেরোপীকে নিয়ে। তার এই শঙ্কা নিরসন করতে চাইল বার্তাবহ। সে জানাল যে, ইডিপাস পলিবাস ও মেরোপির সন্তান নয়। বার্তাবহই তাকে পেয়েছিল রাজা লেউসের এক মেষপালকের কাছ থেকে। সে সময় তার পা দু'টো

www.pathagar.com

কাঁটাতার দিয়ে বাঁধা ছিল। নিঃসন্তান পলিবাস ও মেরোপি তাকে আপন সন্তানরূপে গ্রহণ করে।

এই মেষপালকের কথাই—যে করিনথের বার্তাবহের কাছে শিশু ইডিপাসকে তুলে দিয়েছিল এবং যুবক ইডিপাসকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে পাহাড়ে চলে যায়—রানি জেকুস্তা বলেছিল। বার্তাবহের সব কথা শুনে ইডিপাস মেষপালককে ডেকে আনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। সন্ধানের সমস্ত সূত্র এখন তার হাতের মুঠোয়—সে তার জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবেই।

রানি জেকুস্তা তাকে প্রাণপণে নিষেধ করতে লাগল যেন আর কিছু সে জানতে না চায়। কিন্তু ইডিপাস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ক্ষোভে দুঃখে রানি প্রাসাদ অভ্যন্তরে উন্মাদের মতো ছুটে গেল।

মেষপালক এসে প্রথমে কিছুই বলতে চাইল না। কিন্তু বার্তাবহের জেরায় ও ইডিপাসের শাসানির ভয়ে স্বীকারোক্তি করল যে, রাজা লেউস অভিশপ্ত শিশুকে পরিত্যাগ করে—কেননা দৈববাণীতে ঘোষিত হয়েছিল যে শিশুটি নাকি পিতৃঘাতী হবে। মেষপালককে ডেকে শিশুটিকে দেয়া হয় মেরে ফেলার জন্যে। কিন্তু সে অতখানি নিষ্ঠুর হতে পারেনি। তাই তাকে তুলে দেয় করিনথের লোকের হাতে। ইডিপাসই সেই হতভাগ্য শিশু।

ইডিপাস করিনথ পরিত্যাগ করে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে থিবিসে আসে। রাজা লেউসের মৃত্যু এবং ভয়াবহ স্ফিংসের উৎপাতে সে সময় দেশবাসী সন্ত্রস্ত। স্ফিংস-এর ধাঁধার উত্তর দিতে না পেরে পথচারী মৃত্যুবরণ করছে। কিন্তু ইডিপাস ধাঁধার উত্তর দিয়ে স্ফিংস-এর শক্তি হরণ করে এবং কৃতজ্ঞ নাগরিকেরা তাকে রাজপদে বরণ করে নেয়। এবং সে লেউসের বিধবা জেকুস্তার পাণিগ্রহণ করে।

যে মুহূর্তে ইডিপাস এই ঘৃণ্যতম পাপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হ'ল, সেই মুহূর্তে সে পাপের শাস্তি স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিল এবং নিজের চক্ষু নিজেই অন্ধ করে দিল। শুধু তাই নয়, আত্মকৃত অপরাধের শাস্তির দরুন সে স্বেচ্ছায় থিবিস থেকে নির্বাসিত হতে চাইল। এখানেই 'রাজা ইডিপাস' নাটকের কাহিনীর যবনিকাপাত ঘটেছে।

তারপর ইডিপাসের নির্বাসনের কাহিনী নিয়ে 'কলোনাসে ইডিপাস'

www.pathagar.com

রচিত হয়। ইডিপাস ক্রিয়নকে অনুরোধ করে যেন তাকে নির্বাসিত করা হয়। ক্রিয়ন এতে সম্মত হয়। কিন্তু এপোলোর নির্দেশ না পাবার দরুন তা বিলম্বিত হতে থাকে। তারপর ইডিপাসের অন্তর থেকে পাপের গ্লানি ধীরে ধীরে মুছে যায় এবং সে পারিবারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে একরকম সুখেই কালাতিপাত করতে থাকে।

কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে—হয়তো নাগরিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ায় অথবা ক্রিয়ন এবং ইডিপাসের দুই পুত্র পলিনিসেস ও ইটিওক্লিসের চক্রান্তে—তাকে নির্বাসনের আদেশ দেয়া হ'ল। সে থিবিস থেকে বহিষ্কৃত হ'ল। তার এক কন্যা এন্টিগোনি তাকে অনুসরণ করে এবং অপর কন্যা ইজমিনি বাড়িতে রইল সুদিনের প্রত্যাশায়।

এদিকে তার দুই পুত্র সিংহাসনের জন্যে প্রলুব্ধ হয়ে রাজপ্রতিনিধি ক্রিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল—পরস্পর যোগসাজশে নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবে। তারপর কনিষ্ঠ ইটিওক্লিস জ্যেষ্ঠ পলিনিসেসকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করল এবং বেশ কিছু সংখ্যক নাগরিকের সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করল। বিতাড়িত পলিনিসেস আর্গসের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করে শক্তিশালী হ'ল এবং থিবিস আক্রমণের সংকল্প করল।

ইতোমধ্যে অন্ধ ইডিপাস ও তার বিশ্বস্ত কন্যা এন্টিগোনি পরিভ্রমণ করতে করতে কলোনাসে এল। কলোনাস এথেন্সের অন্তর্গত এবং সন্নিকটবর্তী। এথেন্সের রাজা থিসিয়াস। থিসিয়াস ইডিপাসকে শুধু আশ্রয় নয়, রক্ষা করারও প্রতিশ্রুতি দিল।

দৈববাণীতে ঘোষিত হয় যে, ইডিপাসের দেহ পবিত্র এবং সে পবিত্র দেহের অধিকারী হতে পারলে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করবে না। একথা জেনেই ক্রিয়ন ইডিপাসকে ফিরিয়ে নিতে আসে। কিন্তু ইডিপাস কিছুতেই যাবে না। ক্রিয়ন বলপ্রয়োগ করতে চাইলে রাজা থিসিয়াস তাকে রক্ষা করে।

এরপর পলিনিসেস আসে পিতার সাহায্যের প্রত্যাশায়। পিতা যদি তার পক্ষ অবলম্বন করে তবে তার জয় সুনিশ্চিত—দৈববাণীর ফলে সে এই প্রত্যয় লাভ করেছে। কিন্তু ইডিপাস তাকে শুধু প্রত্যাখ্যান করল না, বরং এই অভিশাপ দিল যে তারা দুই ভাই

www.pathagar.com

যুদ্ধে হত হবে, একে অপরকে হত্যা করবে—এর অন্যথা কিছুতেই হবে না। এন্টিগোনি পলিনিসেসকে অনুরোধ করল যেন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু পলিনিসেস কিছুতে নিবৃত্ত হবার নয়—পরিণামে যাই ঘটুক না কেন। আর্গীব সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে সে বদ্ধপরিকর।

অবশেষে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা ভোগ করে ইডিপাসের পাপ মোচন হ'ল এবং সে দেবতার কল্যাণস্পর্শ লাভ করল। ফলে তার ঘটল আত্মিক মুক্তি ও পরিত্রাণ। এখানেই নাট্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

গাথার পরবর্তী অংশে দেখা যায়, নির্বাসিত পলিনিসেস আর্গসের সহায়তা পেয়ে প্রচণ্ড বিক্রমের সাথে থিবিস আক্রমণ করে—সিংহাসন প্রাপ্তি'র আশায়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুই ভাই—ইটিওক্লিস ও পলিনিসেস—একে অপরকে হত্যা করল এবং এর ফলে ইডিপাসের অভিশাপবাণী—যা সে মৃত্যুর অনতিপূর্বে উচ্চারিত করেছিল—যথার্থ বলে প্রমাণিত হ'ল!

আর্গীব সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ক্রিয়ন শূন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'ল। এবং একটি রাজাজ্ঞা প্রচারিত করল যে ইটিওক্লিসকে বীরোচিত মর্যাদা দিয়ে কবরস্থ করতে হবে, অথচ পলিনিসেসকে—দেশদ্রোহী বলে—কবর দেয়া যাবে না। এখান থেকে 'এন্টিগোনি'র কাহিনীর সূচনা।

মৃতদেহকে কবরস্থ না করা, গ্রিকদের মধ্যে এক মস্ত বড় বিভীষিকার ব্যাপার। তা'ছাড়া পলিনিসেসের অনুরোধ ছিল যেন তাকে সম্মানের সাথে কবর দেয়া হয়, এন্টিগোনি তা বিস্মৃত হতে পারেনি। তাই সে ভাইকে সসম্মানে কবরস্থ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প—রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধেও। এতে সমূহ বিপদ, তা সে জানে; তবু তার সঙ্কল্প একতিল ব্যত্যয় হবার নয়। এখানেই শুরু হ'ল এন্টিগোনি ও ক্রিয়নের সংঘর্ষ।

ক্রিয়ন পলিনিসেসের পরিত্যক্ত শবদেহের নিকট কড়া পাহারা বসিয়েছে—যাতে কেউ তাকে কবরস্থ করতে না পারে। কিন্তু সান্ত্রীদের শত সাবধানতা সত্ত্বেও এক অসতর্ক মুহূর্তে এন্টিগোনি তাকে সংগোপনে কবর দিয়ে আসে।

www.pathagar.com

রচিত হয়। ইডিপাস ক্রিয়নকে অনুরোধ করে যেন তাকে নির্বাসিত করা হয়। ক্রিয়ন এতে সম্মত হয়। কিন্তু এপোলোর নির্দেশ না পাবার দরুন তা বিলম্বিত হতে থাকে। তারপর ইডিপাসের অন্তর থেকে পাপের গ্লানি ধীরে ধীরে মুছে যায় এবং সে পারিবারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে একরকম সুখেই কালাতিপাত করতে থাকে।

কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে—হয়তো নাগরিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ায় অথবা ক্রিয়ন এবং ইডিপাসের দুই পুত্র পলিনিসেস ও ইটিওক্লিসের চক্রান্তে—তাকে নির্বাসনের আদেশ দেয়া হ'ল। সে থিবিস থেকে বহিষ্কৃত হ'ল। তার এক কন্যা এন্টিগোনি তাকে অনুসরণ করে এবং অপর কন্যা ইজমিনি বাড়িতে রইল সুদিনের প্রত্যাশায়।

এদিকে তার দুই পুত্র সিংহাসনের জন্যে প্রলুব্ধ হয়ে রাজপ্রতিনিধি ক্রিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল—পরস্পর যোগসাজশে নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবে। তারপর কনিষ্ঠ ইটিওক্লিস জ্যেষ্ঠ পলিনিসেসকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করল এবং বেশ কিছু সংখ্যক নাগরিকের সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করল। বিতাড়িত পলিনিসেস আর্গসের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করে শক্তিশালী হ'ল এবং থিবিস আক্রমণের সংকল্প করল।

ইতোমধ্যে অন্ধ ইডিপাস ও তার বিশ্বস্ত কন্যা এন্টিগোনি পরিভ্রমণ করতে করতে কলোনাসে এল। কলোনাস এথেন্সের অন্তর্গত এবং সন্নিকটবর্তী। এথেন্সের রাজা থিসিয়াস। থিসিয়াস ইডিপাসকে শুধু আশ্রয় নয়, রক্ষা করারও প্রতিশ্রুতি দিল।

দৈববাণীতে ঘোষিত হয় যে, ইডিপাসের দেহ পবিত্র এবং সে পবিত্র দেহের অধিকারী হতে পারলে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করবে না। একথা জেনেই ক্রিয়ন ইডিপাসকে ফিরিয়ে নিতে আসে। কিন্তু ইডিপাস কিছুতেই যাবে না। ক্রিয়ন বলপ্রয়োগ করতে চাইলে রাজা থিসিয়াস তাকে রক্ষা করে।

এরপর পলিনিসেস আসে পিতার সাহায্যের প্রত্যাশায়। পিতা যদি তার পক্ষ অবলম্বন করে তবে তার জয় সুনিশ্চিত—দৈববাণীর ফলে সে এই প্রত্যয় লাভ করেছে। কিন্তু ইডিপাস তাকে শুধু প্রত্যাখ্যান করল না, বরং এই অভিশাপ দিল যে তারা দুই ভাই

www.pathagar.com

পলিনিসেসকে কবর দেয়া হয়েছে, এ সংবাদ শুনে ক্রিয়ন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অন্যায়কারীকে খুঁজে বের করতে আদেশ দেয়। শেষ অবধি এন্টিগোনি ধরা পড়ে। সে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, কিন্তু স্বৈরাচারী ক্রিয়ন তার কোনো কথা শুনতে রাজি নয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। এক গিরিগুহার চির-অন্ধকারে সে ধীর অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে।

এন্টিগোনি ক্রিয়নের কনিষ্ঠ পুত্র হ্যামনের বাগদত্তা। হ্যামন পিতার এই নিষ্ঠুর আদেশ কিছুতে সমর্থন করতে পারল না। যে গিরিগুহায় এন্টিগোনি বন্দিনী, সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল তার প্রণয়িনী উদ্বন্ধনে মৃত্যুমুখী হয়েছে। সেও আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা মিটাল। প্রিয় পুত্র ও পুত্রবধূকে হারিয়ে স্বৈরাচারী ক্রিয়ন আত্মকৃত অপরাধের দরুন অনুতপ্ত এবং মনুষ্যত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত হ'ল।

'এন্টিগোনি' নাটকের মূলে বিশেষ একটি 'দ্বন্দ্ব' প্রকটিত—এবং তা হ'ল স্বৈরাচারী ক্রিয়ন এবং ভ্রাতৃবৎসল ও কর্তব্যপরায়ণা এন্টিগোনির দ্বন্দ্ব। স্বৈরাচারী ক্রিয়ন রাজদ্রোহী পলিনিসেসকে কিছুতেই কবরস্থ করতে দেবে না, অথচ এন্টিগোনি কবর দেবেই। নাট্যকার সফোক্লিস এই বিশেষ ঘটনাকেই সার্বজনীন করে তুলেছেন। শেষ অবধি প্রশ্ন জেগেছে, মানুষের আইন বড়, না দেবতার বিধানে বড়? ক্রিয়ন মানুষের আইন এন্টিগোনির ওপর আরোপ করতে চেয়েছে। কিন্তু এন্টিগোনি দেবতার বিধান বিশ্বাসী বলে তা গ্রহণ ও সমর্থন করতে পারেনি, বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পরিশেষে দেখা যায় যে, মানুষের আইনের চাইতে দেবতার আইন অনেক বড়। তাই ক্রিয়নের এমন মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি ঘটে।

ক্রিয়ন যথার্থ এক ট্র্যাজিক চরিত্র। তার দৃঢ় প্রত্যয় যে সে যথার্থ। তার এই গভীর বিশ্বাসের একতিল ব্যত্যয় হবার জো নেই। কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না, এমনকি পুত্র হ্যামনের প্রকাশ্য বিরোধিতা পর্যন্ত। শেষ অবধি পুত্র ও পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুতেই তার ভ্রান্তি ঘুচল এবং সে সকল অপরাধের দায়িত্ব গ্রহণ করল।

এন্টিগোনির চরিত্র বিতর্কমূলক। কোনো কোনো সমালোচক তার চরিত্রে hybrls বা গর্বোদ্ধত ভাব এবং শহীদ হবার জন্যে দুর্দমনীয়

www.pathagar.com

আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করেছেন। কিন্তু এ যথার্থ নয়। কেননা তার মধ্যে আদর্শের প্রতি একাগ্রতাই—যে জন্যে সে স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সম্মত—লক্ষণীয়। তার চরিত্রে কোনো ত্রুটি বা ছিদ্র নেই। তার ভাগ্য একান্তভাবে অবাঞ্ছিত। আদর্শের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠাই তাকে রূঢ় করে তুলেছে ইজমিনির প্রতি। কিন্তু তার বাহ্যিক কাঠিন্যের অন্তরালে রয়েছে একটি অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল হৃদয়—তা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে হ্যামনের প্রতি ভালোবাসায় এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করে, কেন তার এই অহেতুক দুঃখভোগ।

www.pathagar.com

চরিত্র-পরিচিতি

ইজমিনি এন্টিগোনি	ইডিপাসের কন্যাদ্বয়
ক্রিয়ন	থিবিসের রাজা
হ্যামন	ক্রিয়নের পুত্র
টিরেসিয়াস	অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা
য়ুরিডিসী	ক্রিয়নের স্ত্রী

একজন সান্ত্রী
একজন বার্তাবহ
একজন মেষপালক
থিবিসীয় বৃদ্ধদের কোরাস
রাজ অনুচর
রানির পার্শ্বচারিণীগণ
সৈন্যগণ
টিরেসিয়াসের সঙ্গী একটি বালক

www.pathagar.com

দৃশ্য : থিবিসের রাজপ্রাসাদের সম্মুখ ভাগ।

(প্রাসাদের মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে ইজমিনির প্রবেশ। এন্টিগোনি ব্যাকুল হয়ে তাকে অনুসরণ করে এবং সাবধানে দরজা বন্ধ করে বোনের কাছে এগিয়ে যায়।)

এন্টিগোনি

ও বোন! প্রিয় বোন ইজমিনি! তুমি তো জান, বিধাতা আমাদের ওপর কেমন বিরূপ! পিতা ইডিপাসের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হচ্ছে—হ্যাঁ আমাদের—আমরা যারা বেঁচে আছি। এমন কোনো দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-অবমাননা নেই, যা আমরা একসাথে ভাগ করে নিইনি; তবু আরো কিছু বাকি রয়ে গেছে। শুনেছ, কী আদেশ রাজা শহরে ঘোষণা করেছেন? জান, আমাদের একান্ত আপনজনও কেমন শত্রুর মতো দুর্ভাগ্যজনক ব্যবহার পাচ্ছে?

ইজমিনি

আমাদের দুই ভাইয়ের একই দিনে মৃত্যুবরণের পর এদের সম্পর্কে শুভ-অশুভ কিছুই শুনিনি। শুধু শুনেছি আর্গীব সেনাবাহিনী গতরাতে পশ্চাদপসরণ করেছে। আমাকে দুঃখ বা আনন্দ দেয়ার মতো কী থাকতে পারে এ সংবাদে?

এন্টিগোনি

আমারও মনে হয়েছিল তুমি কিছুই জান না। সে জন্যেই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, একাকী, কিছু বলার জন্যে—যাতে আমাদের কথা কেউ শুনতে না পায়।

ইজমিনি

তোমার শঙ্কিত দৃষ্টিতে কিসের ছায়া? কোনো দুঃসংবাদ?

www.pathagar.com

এন্টিগোনি

ইজমিনি, তোমার কী মনে হয়? আমাদের প্রিয় দুই ভাইয়ের মধ্যে ক্রিয়ন একজনকে দিয়েছে শেষকৃত্যের সম্মান, অপর জনকে শুধু সমাধিহীন ঘৃণা আর অবমাননা। শুনেছি, ইটিওক্লিসকে কবর দেয়া হয়েছে রাজকীয় সম্মানের সাথে—যা মৃতের প্রতি ন্যায্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য পলিনিসেসের। আদেশ জারি করা হয়েছে : তাকে কবর দেয়া যাবে না—তাকে নিয়ে শোক করাও নিষিদ্ধ; তার গলিত মাংসের স্তূপ শ্যেন-দৃষ্টি মাংসভোজী পাখির জন্যে রেখে দেওয়া হবে। মহান ক্রিয়ন এই আদেশ জারি করেছেন আমাদের বিরুদ্ধে, হ্যাঁ, আমার বিরুদ্ধে। শিগগিরই তিনি এখানে আসবেন,—এই আদেশ কার্যকর করতে। এ শুধু মিথ্যে ভয় দেখানো নয় —এ আদেশ অমান্য করার জন্যে শাস্তি পাথর ছুড়ে মৃত্যু। শুনলে তো এবার। সুতরাং তুমি উচ্চ বংশজাত কিনা, তা প্রমাণ করার এখনই সময়!

ইজমিনি

হতভাগিনী এন্টিগোনি! এ যদি সত্যি হয় তবে তোমাকে কীভাবে সাহায্য করি?

এন্টিগোনি

সত্যি আমাকে সাহায্য করবে তুমি!

ইজমিনি

এন্টিগোনি! শুধু বলো, কেমন করে তোমাকে সাহায্য করব?

এন্টিগোনি

শবদেহ ওঠাতে আমাকে সাহায্য করবে?

ইজমিনি

এ কথা কেমন করে উচ্চারণ করলে? তাকে কবর দেবে? রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে?

www.pathagar.com

এন্টিগোনি

স্বীকার কর আর নাই কর—সে কি তোমার আমার দু'জনার ভাই নয়? তাকে আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারি না—কখনও না।

ইজমিনি

এমন সাহস তোমার হ'ল কী করে—যখন ক্রিয়ন সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

এন্টিগোনি

প্রিয়জনের কল্যাণ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষমতা তার নেই।

ইজমিনি

ও বোন! ভুলে গেছ, আমাদের পিতা কী লজ্জা আর ঘৃণায় ধ্বংস হয়েছেন, তাঁর নিদারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি নিজেই করেছেন, নিজের চোখ নিজেই উপড়ে ফেলেছেন। তারপর তাঁর স্ত্রী—একাধারে মাতা ও স্ত্রী দুই-ই—নিজের হাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজেকে ধ্বংস করেছেন। এখন আমাদের ভাইয়েরা দু'জন একই দিনে মৃত্যুর বদলে মৃত্যু, খুনের বদলে খুন, এই ভয়ংকর বৈরিতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত—দুজন দুজনের হাতে নিহত। আমরা এমন সময়ে কি আইন লঙ্ঘন এবং রাজাকে অগ্রাহ্য করতে পারি? ভেবে দেখ, আমরা মেয়ে মানুষ, পুরুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে কি সম্ভব? আমাদের শাসকরা আমাদের চাইতে শক্তিশালী,—এ কথা মেনে নিতেই হবে। মৃত আত্মা আমাকে ক্ষমা করুক। কিন্তু রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—এ হবে উন্মত্ততা।

এন্টিগোনি

তা হ'লে তোমার নিজের পথ তুমি নিজেই দেখ। ভাইকে আমি কবর দেবই। এজন্যে যদি আমার মৃত্যুও হয় তবুও! জানি সম্মান দেখানোর জন্যে আমি অভিযুক্ত হবো। যে ভাইকে ভালোবাসি, তার পাশে থাকতে পারলেই আমি তৃপ্ত। জীবিতকে তুষ্ট করার জন্যে

www.pathagar.com

আমাদের সময় নেহাত অল্প কিন্তু মৃতকে ভালোবাসার জন্যেই তো অনন্তকাল। সেই অনন্তকালেই আমি চিরশায়িত থাকতে চাই। আর বাঁচার জন্যে যদি তোমার এত সাধ তা হ'লে স্বর্গের পবিত্র বিধিসমূহ অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাক।

ইজমিনি

অগ্রাহ্য করছি না, কিন্তু আমার পক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহিতা সম্ভব নয়! আমার তো এত বল নেই।

এন্টিগোনি

তাহ'লে এই তোমার অজুহাত! আমি কিন্তু গিয়ে মৃতের ওপর এক ঢিবি মাটি ছড়িয়ে দেবই।

ইজমিনি

তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে, এন্টিগোনি—

এন্টিগোনি

আমার জন্যে শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। নিজেদের জন্যেই তুমি বরং ভীত হও।

ইজমিনি

এন্টিগোনি, নিদেনপক্ষে চুপ করে থাক। আর একটি কথাও নয়। আশ্বাস দিচ্ছি তোমার গোপন কথা আমি ফাঁস করব না।

এন্টিগোনি

যাও সারা দুনিয়ায় প্রচার কর, না হয় তোমাকে আরো বেশি ঘৃণা করব।

ইজমিনি

বুঝেছি তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ! কিন্তু আমি! ভয়ে, আশঙ্কায় জমে যাচ্ছি!

www.pathagar.com

এন্টিগোনি

আমার কী করণীয় আমি জানি।

ইজমিনি

চেষ্টা করে দেখতে পার—কিন্তু তুমি বিফল হবেই।

এন্টিগোনি

চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও ব্যর্থতাকেই মেনে নেব।

ইজমিনি

নিষ্ফল কাজ করার কোনো মানে হয় না।

এন্টিগোনি

এমন কথা বললে আমি তোমাকে ঘৃণা করব আর সে-ও ঘৃণা করবে। আমার উন্মত্ততা নিয়ে আমাকে একাই থাকতে দাও। আমার সম্মানজনক মৃত্যু কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

ইজমিনি

যদি তুমি নির্বোধের মতো কাজ করতে চাও তবে করতে পার। কিন্তু মনে রেখো, যারা তোমায় ভালোবাসত তারা এখনও তোমায় ভালোবাসে।

(ইজমিনি প্রাসাদে চলে যায়। এন্টিগোনি একপাশের কাটা পথ নিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করে। থিবিসীয়-বৃদ্ধদের কোরাসের প্রবেশ।)

কোরাস

স্বাগতম হে সবিতা! অবশেষে এই সপ্ত তোরণের নগরী থিবিসে তুমি উজ্জ্বলতম রূপে বিকশিত হলে! স্বাগতম হে সোনালি প্রভাত! ডার্সির নদীর ওপর শ্বেত আক্রমণকারীদের পরিপূর্ণ পশ্চাদপসরণের গতির সাথে তাল মিলিয়ে তুমি উদিত হয়েছ।

www.pathagar.com

কোরাসের পরিচালক

পলিনিসেসের সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়েছিল। ক্রোধোদ্দীপ্ত বিবাদে তার কণ্ঠস্বর আমাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল উদ্যত! শিকারি পাখি যেমন করে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—উজ্জ্বল সাদা পাখি আর উড়ন্ত পালক নিয়ে—তেমনি সে আমাদের সহসা আক্রমণ করেছিল—হাজার হাজার সারিবদ্ধ সশস্ত্র সেনাদল নিয়ে।

কোরাস

সাতটি তোরণের প্রবেশ পথে রক্তের বৃত্তাকারে তার তরবারি আমাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল উদ্যত। সে আমাদের বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করেছিল; কিন্তু আমাদের রক্তের আস্বাদ লাভ করার আগেই, আমাদের অগ্নিদগ্ধ করার আগেই সে পালিয়েছে—পালিয়ে গেছে পেছনে ড্রাগনের হুংকার আর রণনিনাদ শুনতে শুনতে।

পরিচালক

সাতটি তোরণে ছিল সাতজন আক্রমণকারী ও সাতজন প্রতিশোধকারী। জিউসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের প্রতিরোধকারীরা অস্ত্র তুলে নেয়। জিউসের অনুগ্রহেই আমাদের বিজয় হয় সুনিশ্চিত। হতভাগ্য দুই ভাই একই যুদ্ধে হয়েছিল মুখোমুখি এবং একই মৃত্যুতে হয়েছে শায়িত।

কোরাস

প্রচণ্ড জয়ের আনন্দের রথের নগরী থিবিস এখন অতীতের সব কিছু ভুলে যাক। যুদ্ধ শেষে আনন্দসূচক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে এখনই মন্দিরগুলো পরিপূর্ণ করে তোলার অবকাশ। রাত্রিভর নৃত্যে গীতে ভূমি হোক কম্পিত। ব্যাক্কাস আমাদের প্রতিনিধি হোন,—যাঁর নৃত্যে থিবির ভূমি চির-স্পন্দিত।

পরিচালক

ঐ যে আসছেন মিনোসিয়াসের পুত্র ক্রিয়ন, যাঁকে দেবতারা নির্বাচিত করেছেন আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের জন্যে—আমাদের

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক ভাগ্য বিপর্যয়কে রোধ করতে। আমাদের নৃপতি তিনি। কিন্তু এমন কী ঘটেছে যার জন্যে তিনি আমাদের এখানে বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন।

(মধ্যবর্তী দরজা উন্মুক্ত হয় এবং ক্রিয়ন প্রবেশ করেন।)

ক্রিয়ন

মন্ত্রকমণ্ডলী! দেবতারা ভয়ানক বিপদ থেকে আমাদের নগরীকে রক্ষা করেছেন। প্রজাদের মধ্যে থেকে তোমাদেরই বিশেষভাবে আহ্বান করেছি মন্ত্রণার জন্যে, যেহেতু তোমরা প্রত্যেকেই পরীক্ষিত রাজভক্ত। রাজা লেইয়াস যখন রাজত্ব করতেন তখন তোমরা তার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছ, রাজা ইডিপাস যখন এদেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন তখনও তোমরা ছিলে অনুগত। আবার তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের বিশ্বস্তভাবে সেবা করছ তোমরা—তারা দু'জনেই আজ হত্যাকারী ও হত, দু'জনেই ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত। একই দিনে ঘটেছে তাদের মৃত্যু। আর তাদের নিকটতম আত্মীয় হিসেবে তাদের সিংহাসন ও রাজত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছি আমি। আমার প্রতিও তোমাদের রয়েছে আনুগত্য।

প্রভুত্ব ও শাসনের কষ্টি পাথরেই মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মাকে পরীক্ষা করে নিতে হয়। আমি সদাসর্বদা মনে করি, যে রাজা ভয়ে মুখ বন্ধ রেখে আদেশ দিতে নারাজ হন, তিনি নিন্দনীয়। একই সঙ্গে কোনো অংশেই কম ঘৃণিত নন তিনিও যিনি বন্ধুত্বকে রাজ্যের মঙ্গলের চেয়ে শ্রেয় মনে করেন। তার জন্যে অন্তত আমার পক্ষ থেকে কোনো প্রশংসা উচ্চারিত হবে না। ওপরে বিধাতা সাক্ষী, যিনি সবকিছু দেখে থাকেন—যখনই প্রজাদের বিপদের কোনো সংকেত বেজে ওঠে, আমি তা ঘোষণা করে থাকি। সুতরাং যে লোক দেশের শত্রু সে কোনোদিন আমাকে বন্ধু বলে সম্ভাষণ করবে না—এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। দেশ আমাদের প্রাণ। দেশ যখন নিরাপদ তখনই কেবল আমরা বন্ধুত্বকে প্রশ্রয় দিতে পারি—সার্বিক কল্যাণের জন্যে এই হ'ল আমার নীতি।

এই নীতি অনুসারে ইডিপাসের পুত্রদের সম্পর্কে আমার ঘোষণা : ইটিওক্লিস—যে নগরী প্রতিরোধ করতে গিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে

www.pathagar.com

প্রাণ দিয়েছে, তাকে কবর দিয়ে সম্মান দেখানো হবে—পুণ্য আত্মার প্রতি যেসব অনুষ্ঠান প্রযোজ্য তার সবকিছুই করা হবে। কিন্তু অপরজন—তোমরা জান আমি কার কথা বলছি—তার ভাই পলিনিসেস, যে নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল এই ইচ্ছা নিয়ে যে পিতৃভূমি ও পিতৃভূমির দেবতাদের আগুনে জ্বালিয়ে দেবে, জ্ঞাতিদের রক্ত পান করে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করবে, তাকে কবর দেয়া চলবে না। না, কোনো কবর কিংবা কোনো শোক নয়—সব নিষিদ্ধ। তাকে রাখতে হবে কুকুর ও শকুনের ভক্ষণের জন্যে—সকলের দেখবার ও উপভোগ করার মতো একটা বিভীষিকা হিসেবে। শুভর ওপর অশুভ কখনও জয় লাভ করতে পারে না। দেশের বিশ্বস্ত সেবকমাত্রেই যথার্থভাবে পুরস্কৃত হবে—কী জীবিত অবস্থায় কী মৃত্যুতে।

পরিচালক

মিনোসিয়াসের পুত্র ক্রিয়ন, শত্রু ও মিত্র সম্পর্কে আপনি আপনার রায় দিয়েছেন। মৃত অথবা জীবিত সবার সম্পর্কে আপনার ইচ্ছাই হুকুম।

ক্রিয়ন

তবে তোমরা আমার হুকুম তামিল কর।

পরিচালক

যে-কোনো যুবকই হুকুম তামিল করবে।

ক্রিয়ন

এরই মধ্যে পাহারাদারদের শব-পাহারায় পাঠানো হয়েছে।

পরিচালক

আমাদের আর কী করতে হবে!

ক্রিয়ন

কেউ যেন অবাধ্য না হয়—

www.pathagar.com

পরিচালক

এমন উন্মাদ কেউ আছে কি—যে মৃত্যুকে ডেকে আনতে চায়?

ক্রিয়ন

হ্যাঁ! সবসময় এমন কেউ না কেউ থাকে যারা লাভের আশায় ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

(ক্রিয়ন যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন। একজন সান্ত্রী মঞ্চের পাশ দিয়ে প্রবেশ করল। ক্রিয়ন প্রাসাদের দরজায় থামলেন।)

সান্ত্রী

মহামান্য! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—তবে তাড়াহুড়োর জন্যে নয়, কারণ আমি মোটেই দৌড়াইনি। বরং পথের মধ্যে বারবার থেমে ভেবেছি : 'নিজেকে শেষ করার জন্যে ওরে এত তাড়া কিসের তোর?' তারপর ভেবেছি, ওরে বোকারাম, যদি ক্রিয়ন অন্য কারো মুখ থেকে আগেই কথাটা শুনে ফেলেন তবে তোর মাথাটা যে কাটা যাবে। তাই আমি এখানে এসেছি—গড়িমসি করে যদ্দুর শিগ্‌গির আসা সম্ভব—। তাই আমি এখানে...আমার কথাটা বলেই ফেলি হুজুর ...যদিও জানি এর ফল শেষ অবধি ভালো কিছু নাও হতে পারে। তবে এ-ও জানি বিধাতার ইচ্ছার চাইতে বেশি আমাকে কিছুই ভুগতে হবে না।

ক্রিয়ন

হা, বিধাতা! ভণিতা রেখে আসল ব্যাপারটা বল না!

সান্ত্রী

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, মহামতি এ কাজ আমি করিনি; কে করেছে তাও দেখিনি, সুতরাং এজন্যে আমাকে শাস্তি দেয়া যায় না।

ক্রিয়ন

তুমি বেশ সতর্ক তো হে!—অদ্ভুত কিছু বলতে চাও নাকি?

www.pathagar.com

সান্ত্রী

হাঁ। এত অদ্ভুত যে বলাই দায়।

ক্রিয়ন

আচ্ছা, বল তবে।

সান্ত্রী

ব্যাপার হ'ল : সেই শব্দটা হুজুর...। যেন এই মাত্র কেউ কবর দিয়ে গেছে, শুকনো ধুলো চারদিকে ছড়িয়ে আছে, যেমন ছড়ানো থাকে যে-কোনো পবিত্র কবরের ওপর।

ক্রিয়ন

কী বলছ? কার এমন স্পর্ধা।

সান্ত্রী

মহামতি! জানি নে। সেখানে স্মৃতির কোনো চিহ্ন, কোদালের কোনো আঁচড়, চাকার কোনো দাগ—কিছুই নেই। মাটি শক্ত আর শুকনো। যেই করুক না কেন, কোনো সন্ধানসূত্র রেখে যায়নি। প্রথম সান্ত্রী এ দৃশ্য যখন আমাদের দেখালো আমরা অবাক হয়ে গেলাম। এক পলতা মাটি দিয়ে শব ঢেকে দিয়ে গেছে—ব্যাপারটা, মহামতি, পুণ্যার্থী কোনো পথিকের কাজও হতে পারে।

দোষী ভেবে আমরা একে অপরকে অভিযুক্ত করে গালি-গালাজ করতে লাগলাম। সবাই ধরে নিলাম আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ এ কাজ করেছে; অথচ আশ্চর্য সবাই অস্বীকার করতে লাগলো। আমাদের সবাই তাতানো লোহার শলাকা হাতে নিয়ে আর আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে বিধাতা ও স্বর্গের নামে একথা শপথ করতেও রাজি হলাম যে এই দুষ্কর্ম আমরা কেউ করিনি—কে করেছে তাও জানি না।

আমরা যখন অপরাধীকে খুঁজে বার করতে ব্যর্থ হলাম, তখন আমাদের একজন এমন একটা কথা বলল যা শুনে ভয়ে আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল—কী যে করব ভেবে উঠতে পারলাম না। তার

www.pathagar.com

খবরটা এমন গুরুতর যে রাজাকে এক্ষুনি তা না জানালেই নয়। কিছুতেই লুকোনো চলবে না। আর কপাল এমনি, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখা গেল—খবর নিয়ে আমাকেই আসতে হবে। তাই ইচ্ছা না থাকলেও এখানে আসতে হয়েছে। ভগ্নদূত কখনও স্বাগতম প্রত্যাশা করে না।

পরিচালক

মহামতি। আমার ভয় হচ্ছে—হ্যাঁ, প্রথম থেকে ভয়টা হচ্ছিল—এটা কোনো দেবতার কীর্তি নয়তো?

ক্রিয়ন

থামো। আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বোকা পাঁঠার মতো কথা বলো না।—দেবতারা পচা মাংস নিয়ে খেলা করেন না। এমন কথা বলার অর্থই দেবতার নিন্দা। যে লোক নিজেদের পবিত্র মন্দিরগুলো জ্বালিয়ে দিতে এসেছিল, নিজেদের সব পুণ্য বেদী, ভূমি, আইন-কানুন ধ্বংস করতে এসেছিল আমার বিশ্বাস তাকে সসম্মানে কবর দেয়া হয়েছে। বলুন এ কাজ যারা করেছে তাকে দেবতারা কি কখনো ভালোবাসতে পারেন? বলুন? না। আসলে নগরীর মধ্যে অসন্তুষ্ট লোকদের একটা দল আছে। তারা আমার আদেশ ও আইনের বিরোধী। আমার শাসনের প্রতি তারা অসহিষ্ণু—গোপনে তারা পরামর্শ করে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এরাই এ কাজ করার জন্যে আমার অনুচরদের উৎকোচ দিয়েছে। অর্থ সকল অনর্থের মূল। নগরী ধ্বংস থেকে আরম্ভ করে মানুষকে বাসভূমি থেকে নির্বাসন এমনকি অতি পুণ্যাত্মাকেও মুগ্ধ করে প্রতারিত করে এই অর্থ। তাকে ঘৃণা ও অপযশের পথে পরিচালিত করে। এই কাজের জন্য তাদেরকে আজ চরম মূল্য দিতেই হবে।

(সান্ত্রীর প্রতি)

দেবতা জিউসের নামে হলফ করে বলছি—অপরাধীকে খুঁজে বের করে আমার সামনে তোমাদের হাজির করতেই হবে! না হলে মৃত্যু। না, শুধু মৃত্যুতেই এর শেষ হবে না। মৃত্যুর আগে কঠোর যন্ত্রণা দিয়ে

www.pathagar.com

তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া হবে—যে পর্যন্ত না সত্যি কথা বল। সুতরাং শুধু লাভের দিকটা হাতড়ে বেড়িও না! শয়তানির মধ্যে লাভের চাইতে লোকসানই বেশি।

সান্ত্রী

কিন্তু হুজুর—

ক্রিয়ন

চুপ। তোমার প্রতিটি কথা আমার শরীরে হুল ফোটাচ্ছে।

সান্ত্রী

মহামতি! হুল ফুটছে আপনার কানে না হৃদয়ের মধ্যে।

ক্রিয়ন

বিরক্ত করো না!

সান্ত্রী

আপনার কানকে আমিই বিরক্ত করছি বটে, কিন্তু মহামতি, আপনার হৃদয়কে যে পীড়ন করছে, সে কিন্তু সেই অপরাধী।

ক্রিয়ন

আঃ! তুমি কি তর্ক করতে এসেছ!

সান্ত্রী

হয়তো তাই। তবে ব্যাপারটাতে কিন্তু আমার দোষ নেই।

ক্রিয়ন

নিশ্চয়ই আছে! দ্বিগুণ আছে, যদি আত্মাকে তুমি অর্থের জন্যে বিক্রি করে থাক।

www.pathagar.com

সান্ত্রী

আপনার কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারছি না—একি চিন্তাশীল মানুষের ভুল চিন্তা।

ক্রিয়ন

যা খুশি ভাবো। কিন্তু যে এই কাজ করেছে তাকে যদি খুঁজে বের করতে না পার তবে টের পাবে, অন্যায় পথে টাকা লোটার কী ফায়দা।

(ক্রিয়ন প্রাসাদে গেলেন)

সান্ত্রী

হে স্বর্গ, তোমার কৃপায় সান্ত্রীরা যেন অপরাধীকে খুঁজে পায়। কিন্তু আমার খোঁজ কেউ আর পাবে না—এ ঠিক। একবার কোনোমতে পালাতে পারলে আর ফিরে আসছি না।

(প্রস্থান)

কোরাস

পৃথিবীতে বিস্ময় অনেক, কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়কর হলো মানুষ!—সে মহাসমুদ্র পাড়ি দেয়, বিপদসংকুল তরঙ্গায়িত ও আন্দোলিত সমুদ্রের মধ্য দিয়ে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথযাত্রা করে। অন্যদিকে পৃথিবীর অধিপতি সে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেবতাদের অমর মাতাকে আপন ইচ্ছানুসারে বশীভূত করে। বছরের পর বছর খচ্চর আর লাঙল নিয়ে অক্লান্ত শ্রম করে চলে সে।

জীবিত সকল কিছুর সে অধিপতি। আকাশের পাখি, মাঠের জন্তু, স্থল ও জলের সকল প্রাণীকে বন্দি করতে এবং হাতের কৌশলে ফাঁদে ফেলতে সে চতুর। উঁচু পাহাড়ের আরণ্যক পশু শিকার করতে, বন্য পশুর বাসস্থানে পাহাড়ের নৃপতিকে পোষ মানাতে, বন্য পশুকে শিক্ষা দিতে এবং ভ্রাম্যমাণ ষাঁড় জোয়ালে লাগাতে সে সক্ষম।

ভাষার ব্যবহার, মস্তিষ্কের ত্বরিত পরিচালনা সে শিখেছে। নগরে একত্রবাসের নিয়ম-কানুন উদ্ভাবন করেছে মানুষ। বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়া থেকে আশ্রয়ের জন্যে অট্টালিকা তৈরি করেছে। তার শক্তির

www.pathagar.com

অনায়ত্ত কিছু নেই। তার চাতুর্য সকল বিপদের অবসান ঘটায়, সকল সংকট অতিক্রম করে। প্রতিটি অশুভের সে প্রতিকার খুঁজে পেয়েছে, কেবল মৃত্যু ব্যতীত।
মানুষের সূক্ষ্ম বিচারবোধও অদ্ভুত—তাকে আকৃষ্ট করে কখনও শুভ, কখনও অশুভ। যখন সে দেশের আইন এবং স্বর্গের বিধান মেনে চলে তখন সে সম্মানিত। প্রভূত ক্ষমতা দেয়া হয় তাকে। কিন্তু যখন সে হঠকারীর মতো দুঃসাহসে পাপের পথে পা বাড়ায়—আত্মঅহমিকায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়—সে কিছুতেই আমার আত্মীয় নয়—আমাকে বন্ধু বলে আহ্বান করা তখন তার জন্য অবাঞ্ছিত।
(কতকগুলো লোককে দূর থেকে নিকটে আসতে দেখে)

কোরাসের পরিচালক

ভারি অবাক ব্যাপার তো! সত্যি? এ যে এন্টিগোনি! হতভাগিনী কুমারী, অসুখী ইডিপাসের কন্যা, তাকেই ওরা ধরে নিয়ে আসছে। সে কি তবে হঠকারীর মতো আমাদের নৃপতির অনুজ্ঞা অমান্য করেছে?
(দু'জন সৈনিকের পাহারায় এন্টিগোনিকে নিয়ে সান্ত্রীর প্রবেশ)

সান্ত্রী

আমরা ওকে ধরেছি—কাজটা ও-ই করেছে। কবর দেয়ার সময় হাতে-নাতে আমরা তাকে ধরে ফেলেছি। নৃপতি কোথায়?

পরিচালক

তিনি প্রাসাদ থেকে আসছেন।

ক্রিয়ন

এ কী দেখছি!

সান্ত্রী

মহামান্য! এই মেয়েটিকে আমরা বন্দি করেছি! কবর দেয়ার সময় সে ধরা পড়েছে। এবার নিন আসামিকে, তার বিচার করুন—শাস্তি দিন। আশা করি, আমি এবার ভয়ানক ব্যাপার থেকে রেহাই পেলাম।

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

কেমন করে একে পেলে? কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলে?

সান্ত্রী

নিজের হাতে সে কবর দিচ্ছিল—আর এই হচ্ছে নির্জলা সত্যি।

ক্রিয়ন

ঠিক বলছ! জান, কী বলছ?

সান্ত্রী

যার শব আপনি কবর দেবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তাঁকেই সে কবর দিচ্ছিল—আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার কথা কি স্পষ্ট নয়?

ক্রিয়ন

কেমন করে ও বন্দি হ'ল?

সান্ত্রী

আপনার শাসানি শুনে সেখানে ফিরে গিয়ে শবটি আমরা আবার আগের মতোই মাটি সরিয়ে উন্মুক্ত করে রেখে দিলাম। তারপর পাহাড়ের ওপর ওৎ পেতে বসে রইলাম। এমনিভাবে পার হল কয়েক প্রহর—জ্বলন্ত সূর্য আকাশের একেবারে উঁচুতে উঠলে শুরু হল দারুণ তাপ। এর পরেই হঠাৎ ধুলোর ঝড় স্বর্গ থেকে মড়কের মতো মাটির উপর নেমে এসে প্রচণ্ড বেগে বয়ে ঝাদগুলোকে নিরাভরণ করে তুলল আর আকাশ ভরে ফেলল। ঝড়ের পরে দেখা গেল, লোকটার নগ্ন দেহ দেখে মেয়েটি চীৎকার করছে নীড়শূন্য ক্রুদ্ধ পাখির মতো: আর চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে অভিযোগ করছে। তারপর করল সে তার কাজ। শুক্‌নো মাটি হাতে নিয়ে সুন্দর ব্রঞ্জের পাত্র থেকে পানি ঢেলে মৃতের কাছে গিয়ে তিনবার প্রার্থনা করল।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে এসে ওকে ধরে ফেললাম। কিন্তু তাতেও ও ভয় পেল না। আমরা তাকে অভিযুক্ত করলাম। সে দোষ স্বীকার করলো।

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

(এন্টিগোনির প্রতি)

হ্যাঁ, কী বলছ। দোষ স্বীকার করেছে, না অস্বীকার করেছে?

এন্টিগোনি

স্বীকার করেছি, অস্বীকার তো করিনি!

ক্রিয়ন

(সান্ত্রীর প্রতি)

তুমি যেতে পার—তোমরা সবাই অভিযোগ থেকে মুক্ত।

(সান্ত্রীর প্রস্থান)

এখন বল, অতি সংক্ষেপে, নিষেধাজ্ঞা কি জানতে না?

এন্টিগোনি

জানতাম—এ তো স্বাভাবিক।

ক্রিয়ন

তবু আদেশ লঙ্ঘন করার মতো দুঃসাহস হ'ল তোমার?

এন্টিগোনি

কারণ, সেই আদেশ বিধাতার নিকট থেকে আসেনি। দেবতাদের বিচারে এমন কোনো আদেশ নেই। আপনার আইন বিধাতা এবং স্বর্গের অলিখিত, অপরিবর্তনীয় আইনসমূহের চেয়ে নিশ্চয়ই শক্তিশালী নয়। এগুলো গতকাল বা আজকের নয়, চিরকালের—ওগুলোর উৎস কোথায়, কেউ জানে না। কাজেই আপনার আদেশ লঙ্ঘন করার দোষে আমি দায়ী হতে পারি না। আমাকে একদিন মরতেই হবে—আপনি হুকুম করুন বা নাই করুন। যত শিগগির মরতে পারি ততই ভালো। আমার মতো প্রতিদিন যন্ত্রণায় বেঁচে থাকা—এর চাইতে মৃত্যু অনেক সুখের। এই শাস্তি দুঃখজনক হবে কেন? আমার সহোদরকে কবর দেয়া হয়নি, এই কষ্ট সহ্য করা

www.pathagar.com

আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার এ আচরণ কি আপনার কাছে হঠকারিতা বলে মনে হচ্ছে, বলুন! আর এ অপরাধের জন্যে আমার বিচার করা কি আপনাকে পক্ষে নির্বোধের কাজ হবে না।

কোরাসের পরিচালক

ও ওর পিতার মতোই অনমনীয় তেজ দেখাচ্ছে। যখন সব কিছুই প্রতিকূল তখন পরাজয় স্বীকার না করাই নির্বুদ্ধিতা।

ক্রিয়ন

দেখো—অতিরিক্ত, অবাধ্য তেজ সহসা হ্রাস পায়, যেমন খুব শক্ত লোহা আগুনে তাতালে হঠাৎ ভেঙে যায়। সামান্য রজ্জুও অত্যন্ত বন্য ঘোড়াকে বাগ মানাতে যথেষ্ট। যারা অধীনস্ত তাদের গর্বিত হওয়া সঙ্গত নয়। এই মেয়েটির গর্বোদ্ধত তেজ প্রথমেই দেখা গিয়েছিল,—যখন সে আইন অমান্য করেছিল। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আমার হুকুমের অবজ্ঞা সহ্য করবো না। আমার সন্তান বা তার চেয়ে প্রিয় কেউও যদি এই হুকুম অমান্য করে তাকেও শাস্তি পেতে হবে। আমি নিশ্চিত তার বোনও এ ব্যাপারে সহযোগী।
ওকে নিয়ে এস। এইমাত্র ওকে প্রাসাদে দেখেছি—আদৌ সুস্থ-মস্তিষ্ক মনে হয়নি। যারা সেখানে ফন্দি আঁটে তাদের দুরভিসন্ধি প্রায়ই কাজ হাসিল হবার আগেই অসাবধানে ফাঁস হয়। অপরাধী ধরা পড়ার পর যখন অযৌক্তিক অজুহাত দেয় তখন তা সত্যি নিন্দনীয়।

এন্টিগোনি

আমাকে আপনি বন্দি করেছেন। আমাকে হত্যা করা ছাড়া আর কী করতে পারেন?

ক্রিয়ন

আর কিছু নয়। শুধু এ-ই আমার অভিপ্রায়।

এন্টিগোনি

তা হ'লে বিলম্ব কেন? আপনার কথা শুনে কী হবে? আমার কথারই বা কোন গুরুত্ব আপনার কাছে? ভাইকে আমি কবর দিয়েছি—আমার

www.pathagar.com

যা সাধ তার চাইতেও বেশি সম্মানের সাথে। এদের সবারই বলা উচিত, আমি যা করেছি তা সম্মানজনক, ধর্মসঙ্গত কিন্তু ভয়ে এদের মুখ বন্ধ। ইচ্ছেমতো কথা বলা বা কাজ করা তো কেবল রাজারই বিশেষ অধিকার।

ক্রিয়ন

তুমি ভ্রান্ত,—তুমি যা ভাব আমার প্রজারা আদৌ তা ভাবে না।

এন্টিগোনি

তারাও ভাবে—আপনাকে বলতে সাহস করে না।

ক্রিয়ন

তুমি শুধু নিঃসঙ্গ নও, নির্লজ্জও বটে!

এন্টিগোনি

ভাইকে সম্মান দেখানোর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই।

ক্রিয়ন

আর তার যে শত্রু একই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েছে, সে কি তোমার ভাই নয়?

এন্টিগোনি

হ্যাঁ, দু'জনই ভাই—একই পিতামাতার সন্তান।

ক্রিয়ন

তবে একজনকে কেন সম্মান দেখাচ্ছ,—আর অপরজনকে অসম্মান।

এন্টিগোনি

যে মৃত সে কখনও অভিযোগ করবে না।

ক্রিয়ন

অবশ্য করবে, যদি তাকে দেশদ্রোহীর চাইতে অধিকতর সম্মান না কর।

www.pathagar.com

এন্টিগোনি

করবে না, কেননা যে তার সাথে মৃত্যুবরণ করেছে সে তারই সহোদর।

ক্রিয়ন

একজন স্বদেশ আক্রমণ করেছে—অপরজন করেছে প্রতিরোধ।

এন্টিগোনি

তবু মৃতের প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে।

ক্রিয়ন

শুভ ও অশুভর এই সম্মান প্রাপ্য নয়।

এন্টিগোনি

মৃতের দেশেও কি এই আইন প্রচলিত?

ক্রিয়ন

শত্রু কখনও মিত্র হতে পারে না—এমনকি, মৃত হলেও।

এন্টিগোনি

ঘৃণা নয়, ভালোবাসাই আমার কাম্য।

ক্রিয়ন

তবে যাও, মৃতের সাথে ভালোবাসা ভাগ করে নাও। আমি বেঁচে থাকতে এখানে মেয়েদের আইন-কানুন চলবে না।

(প্রাসাদ থেকে ইজমিনির প্রবেশ)

কোরাস

ওই যে এল ইজমিনি,

ক্রন্দনরতা বোনের বেদনায়;

তার ভ্রূ কৃষ্ণ, মুখমণ্ডল রক্তিম, তার সুন্দর কপোল অশ্রুর ধারায় প্লাবিত।

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

বিষধর সাপ এরা! আমার প্রাসাদে ওৎ পেতে রয়েছে আমারই রক্ত শুষে নেয়ার জন্য। দেশদ্রোহী—সংগোপনে মন্ত্রণা করছে আমারই সিংহাসনের বিরুদ্ধে। তোমারও কি কোনো হাত আছে এ ব্যাপারে?

ইজমিনি

ও যদি আমায় বলতে বাধা না দেয়, তবে বলি, আছে। ও যতখানি দোষী, আমিও ঠিক ততখানি।

এন্টিগোনি

ও মিথ্যা বলছে! না, তুমি সাহায্য করতে এগিয়ে আসনি। আমি যা করেছি তাতে তোমার কোনো হাত ছিল না।

ইজমিনি

তোমার এই দুঃসময়ে তোমার ভাগ্যের সাথে আমি নিজেকে জড়াতে কুণ্ঠিত নই!

এন্টিগোনি

মৃত্যু এবং মৃতেরা সাক্ষী—কার এই কীর্তি। শুধু বাকচাতুরী করে, এমন লোক আমার পছন্দ নয়।

ইজমিনি

ও বোন, মৃতের সম্মানে তোমার মৃত্যুতে আমাকেও অংশ নিতে দাও!

এন্টিগোনি

তোমাকে আমার সাথে মৃত্যুবরণ করতে হবে না। মিথ্যে দাবি করো না। একটি মৃত্যুই যথেষ্ট।

ইজমিনি

তুমি মৃত্যুবরণ করলে আমি কী নিয়ে বেঁচে থাকব?

www.pathagar.com

এন্টিগোনি

ক্রিয়নকে জিজ্ঞেস করো, সে বলে দেবে।

ইজমিনি

এভাবে বিদ্রূপ করার কী অর্থ!

এন্টিগোনি

আমার কৌতুকও কি খুব পীড়াদায়ক!

ইজমিনি

বল—কেমন করে তোমাকে সাহায্য করব?

এন্টিগোনি

নিজেকে সাহায্য কর; আমি তোমার পথের কাঁটা হব না।

ইজমিনি

তোমার প্রতি মমতায়ও কি আমি মরতে পারব না?

এন্টিগোনি

তুমিই নির্বাচন করেছিলে—জীবন তোমার, মৃত্যু আমার।

ইজমিনি

আগেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম, ঠিক এমনটাই হবে।

এন্টিগোনি

কারো কাছে তোমার পথকেই ঠিক বলে মনে হবে, কারো কাছে আমার।

ইজমিনি

কিন্তু এখন আমরা উভয়েই ভ্রান্ত ও দণ্ডিত।

www.pathagar.com

না! তুমি বেঁচে থাক। অনেক আগেই আমার প্রাণের মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং মৃত্যুকে সাহায্য করা আমার অসংগত হয়নি।

ক্রিয়ন

আমার ধ্রুব বিশ্বাস দু'জনেই উন্মাদ—একজন সম্প্রতি, অপরজন আজন্ম।

ইজমিনি

খুব দৃঢ়চেতা ব্যক্তিও তো দুঃখের আঘাতে অনেক সময় ভেঙে পড়ে!

ক্রিয়ন

তোমার ভাগ্যকে তুমি ওর সাথে জড়ানোর পর তোমারও তাই হয়েছে।

ইজমিনি

বোনকে ছেড়ে আমি কী করে বেঁচে থাকব?

ক্রিয়ন

তোমার কোনো বোন নেই, তাকে মৃত বলে ধরে নাও।

ইজমিনি

আপনি আপনার পুত্রবধূকে—হত্যা করবেন।

ক্রিয়ন

আমার পুত্র পছন্দ করে নেবে, এমন আরো অনেক মেয়ে আছে।

ইজমিনি

কিন্তু ওরা তো গভীর প্রণয়বন্ধনে বাঁধা!

ক্রিয়ন

আমার পুত্র এমন ঘৃণ্য প্রাণীকে বিবাহ করতে পারে না।

www.pathagar.com

এন্টিগোনি

হ্যাঁ, প্রিয় হ্যামন, তোমার পিতা কি তোমাকেও এত ঘৃণা করেন?

ক্রিয়ন

তুমি এবং তোমার প্রণয়ী, দু'জনকেই ঘৃণা করি।

কোরাসের পরিচালক

মহামান্য! আপনি কি তাকে আপনার পুত্রের বাহুবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন!

ক্রিয়ন

আমি নয়, মৃত্যুই তাকে ছিন্ন করে নেবে।

পরিচালক

তবে তাই হোক। মনে হচ্ছে, মৃত্যু তার অনিবার্য।

ক্রিয়ন

মৃত্যু সুনিশ্চিত। আর বিলম্ব নয়—ওদের নিয়ে অন্তঃপুরে বন্দি করে রাখ—মেয়েদের যথাযোগ্য স্থানে। মৃত্যুর গ্রাস থেকে পালিয়ে যাবে, এমন সাহসী মেয়ে ওরা নয়।

(মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হ'ল)

কোরাস

সুখী তারাই অকল্যাণ যাদের কখনও স্পর্শ করেনি। যে পরিবার স্বর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত, অভিশাপ সেখান থেকে কখনও বিদায় নেয় না; বরং তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মতো পরবর্তী বংশধরদের ওপর বর্তায়। লেবডেকাসের পরিবার জীবন ও মৃত্যুতে বংশপরম্পরায় অভিশাপগ্রস্ত। প্রায়শ্চিত্ত করেনি বলে দেবতার রোষ কোপদৃষ্টি হানছে। বৃক্ষের শেষ মূল আজ ধ্বংস হচ্ছে হৃদয়ের গর্ব আর প্রগল্‌ভতার পাপে। হে জিউস! তুমি নিদ্রা, কাল বা সময়ের অধীনস্থ নও; অনন্তকালব্যাপী উজ্জ্বল অলিম্পাসে তোমার অধিষ্ঠান।

www.pathagar.com

প্রাক্-প্রত্যয়ের শক্তিতে মানুষ তোমার শক্তির মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে না কোনোদিন। আগামীকাল, বিগতকাল এবং সর্বকালে এই বিধান অপরিবর্তনীয়; মরণশীলের পক্ষে ভয়ানকভাবে বেঁচে থাকা মানে ভয়ঙ্করভাবে দুঃখ ভোগ করা।

সঞ্চারমান উচ্চাশা অনেকের জন্য কল্যাণকর আবার অনেককেই তা সুলভ বাসনার পথে প্রলুব্ধ করে—যে পর্যন্ত না ব্যর্থতা তাদের জীবনে নেমে আসে এবং পতন ঘটায়। সবাই তো জানে যে ধ্বংস হবে তার কাছে অশুভকে শুভ বলে প্রতিভাত হয় এবং তার জীবনে দুঃখ ঘনিয়ে আসে।

কোরাসের পরিচালক

আপনার কনিষ্ঠ পুত্র হ্যামন আসছেন। তিনি কি আসছেন তাঁর বেদনার্ত হৃদয় উজাড় করতে—নাকি বাগদত্তা বধূর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে এবং বিবাহের আশাভঙ্গে?

ক্রিয়ন

শিগগিরই তা জানতে পারব—এ জন্যে ভবিষ্যদ্বক্তা নিষ্প্রয়োজন।

(হ্যামনের প্রবেশ)

পুত্র! আমার তো মনে হয়, তোমার বাগদত্তার প্রতি আমাদের চূড়ান্ত রায় তুমি শুনেছ। আশা করি, তুমি ক্ষুব্ধ নও। এরপরেও আমরা মিত্র হতে পারি, নয় কি?

হ্যামন

মহামান্য! আমি আপনার সন্তান। আপনার বিজ্ঞ সিদ্ধান্তের দ্বারা আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত। আপনার সব সিদ্ধান্তকেই মান্য করা আমার কর্তব্য। আপনার নির্দেশের চাইতে আমার বিবাহ বন্ধন বেশি মূল্যবান হতে পারে না।

ক্রিয়ন

উত্তম! তোমার হৃদয়ে পিতার ইচ্ছাই তাহলে প্রধান! পৃথিবীতে সন্তানের জন্য পিতা সদাসর্বদা প্রার্থনা করেন যদি সে সন্তান হয়

www.pathagar.com

বিনীত, ভক্ত, পিতৃশত্রু আক্রমণে উদ্যত এবং পিতৃবন্ধুর অনুরক্ত। কুপুত্রের পিতা হলে পিতাকে দুঃখ পেতে হয়, শত্রুর কাছে তামাশার পাত্র হতে হয়। বৎস, নারীর মোহ আর ছলচাতুরীতে বিভ্রান্ত হয়ো না। তোমার বাগদত্তা—যার সাথে তুমি দাম্পত্যস্বপ্নে এক হয়ে আছ—দুর্নীতিপরায়ণ হলে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কপট বন্ধুর চাইতে বেদনাদায়ক আর কী হ'তে পারে।

এই মেয়েটি এখন আমাদের শত্রু। সে নরকে গিয়ে দোসর খুঁজে নিক। অতি জঘন্য অপরাধ করে সে ধরা পড়েছে। আমাদের রাষ্ট্রে সে-ই একমাত্র দেশদ্রোহী। আমি তো দেশদ্রোহী হতে পারি না। সুতরাং তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। হ্যাঁ, সে জিউসের কাছে প্রার্থনা করতে পারে—যিনি পারিবারিক সম্প্রীতির পিতা। যদি আমি ঘরে একজন দেশদ্রোহীকে প্রশ্রয় দিই তবে ঘরের বাইরে অন্যায়ের শাসন করব কী করে। যে নিজ পরিবারের ন্যায্য প্রভু সেই পুণ্যবানই রাষ্ট্রনেতা হতে পারে। খুশিমাফিক আইন লঙ্ঘন করা বা আইন অমান্য করার মতো স্পর্ধা করা পাপ। এসব আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। এছাড়া সবাইকেই রাষ্ট্রের নির্বাচিত ব্যক্তিকে অবশ্যই মানতে হবে, বড় থেকে সামান্যতম প্রতিটি বিষয়েই—তা যথার্থ হোক আর নাই হোক। যিনি সন্দেহের উর্ধ্বে পরিবার শাসনে সক্ষম তিনিই উপযুক্ত রাজা হতে সমর্থ। তাঁকেই শুধুমাত্র তোমরা যুদ্ধের ঘোর নিনাদিত মুহূর্তেও নির্ভর করতে পার তোমাদের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে। অবাধ্যতার চাইতে বিপজ্জনক কিছু নেই। এতে রাষ্ট্র ধ্বংস, পরিবার বিনষ্ট, সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত এবং বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। আবার সামান্য আনুগত্য শত শত সাধুলোকের প্রাণরক্ষা করে। এ-কারণেই আমি আইনের প্রতি মর্যাদাশীল। এখন বল আমি কি সারা দেশের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি—শুধুমাত্র একটি মেয়ের জন্যে। একটি মেয়ে আমাদের ওপর টেক্কা মারবে? আমার তো মনে হয়, এর চাইতে একজন পুরুষের হাতে মার খাওয়া অনেক ভালো।

পরিচালক

মহামান্য! আপনার বক্তব্য বিজ্ঞোচিত।

www.pathagar.com

হ্যামন

পিতা! মানুষের জ্ঞান স্বর্গের অবদান,—সকল দানের শ্রেষ্ঠ। আপনাকে ভ্রান্ত বলব, এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। আমাকে আপনার রক্ষাকারী হতেই হবে। তবু অন্ধকারে অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে; প্রতিদিকেই শুনতে পাচ্ছি এই দুর্ভাগিনী মেয়েটির জন্যে অনুকম্পার সুর—যে যুদ্ধে মৃত ভাইকে কবর দিয়েছে বলে আজ অন্যায়ভাবে দুঃসহ মৃত্যুর সম্মুখীন—শহরে গোপনে গোপনে এ কথাই উচ্চারিত হচ্ছে।

আপনার সুখ ও কল্যাণ, এর থেকে অন্য কিছু আমার কাছে মূল্যবান নয়। একজন সন্তান এর চাইতে আর বেশি কি আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? কোনো পিতাই কি পারে সন্তানের কাছে এর চাইতে বেশি আশা করতে? তাই বলছি, আপনি ভেবে দেখুন—অন্য কোনো পথ আছে কিনা? শুধু নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবা বা কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস সঙ্গত নয়।

জ্ঞানী লোক ভুল করলেও তা সংশোধন করে নেয়; আর এই-ই তো সঙ্গত। দেখা যায়, ভরা নদীর পাশে চারা গাছগুলো স্রোতের মধ্যে নত হয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু যে গাছ স্রোতের মুখে জোর করে দাঁড়িয়ে থাকতে যায় তা মূলসুদ্ধ উৎপাটিত হয়। ঝড়ের মুখে পাল ফিরিয়ে নাবিককে জাহাজের গতি পরিবর্তন করতে হয়, দরকার হলে পালে ঢিল দিতে হয়,—না হ'লে তাকে ডুবতে হয়।

সুতরাং পিতা, আপনার ক্রোধ প্রশমিত হোক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি মতে, অভ্রান্ত জ্ঞান থাকা অবশ্যই উত্তম কিন্তু তা কদাচিৎ লক্ষণীয়। তাই পরবর্তী ভালো হচ্ছে উপদেশ শোনার মতো আগ্রহ।

পরিচালক

মহামান্য! আপনাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে।

ক্রিয়ন

ওর বয়সী একটা ছেলের কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে?

www.pathagar.com

হ্যামন

ওতে লজ্জার কিছু নেই। এটা বয়সের প্রশ্ন নয়—প্রশ্নটা ন্যায়-অন্যায়ের।

ক্রিয়ন

তুমি কি বলতে চাও, অবাধ্যতা প্রশংসনীয়?

হ্যামন

না।

ক্রিয়ন

এই মেয়েটির কাজ কি অসম্মানজনক নয়?

হ্যামন

থিবির লোক তা ভাবে না।

ক্রিয়ন

থিবির লোক? আমি কি থিবির লোকের হুকুম নিয়ে চলি।

হ্যামন

এসব কি ছেলেমানুষের মতো কথা নয়?

ক্রিয়ন

আমি রাজা—আমি শুধু নিজের কাছেই দায়ী।

হ্যামন

এ তো একনায়কত্ব? আমাদের এই রাষ্ট্র কী ধরনের?

ক্রিয়ন

কেন! সব রাষ্ট্রই কি তার শাসনকর্তার অধীন নয়?

www.pathagar.com

হ্যামন

আপনি চমৎকার রাজা হতে পারতেন—কোনো এক নির্জন দ্বীপে।

ক্রিয়ন

অবশ্য, যতক্ষণ তুমি মেয়ে মানুষের পক্ষে আছ!

হ্যামন

না, না—। আপনি মেয়েমানুষ না হলেই হল। কারণ আপনার জন্যই আমি লড়ছি।

ক্রিয়ন

দুরাচার কোথাকার! তোর প্রতিটি কথা আমার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হচ্ছে।

হ্যামন

কারণ, আমি জানি—আপনি ভ্রান্ত—ভ্রান্ত!

ক্রিয়ন

ভ্রান্ত? নিজের কর্তব্য পালন করেছি বলে?

হ্যামন

যা কিছু পবিত্র তাই পদদলিত করেছেন—এ কী ধরনের কর্তব্যবোধ?

ক্রিয়ন

নীচ, কাপুরুষ! মেয়েমানুষের চাইতেও অধম!

হ্যামন

লজ্জিত হবার মতো আমি কিছু করিনি।

ক্রিয়ন

তবু ওর পক্ষে ওকালতি করে চলেছে।

www.pathagar.com

হ্যামন

না—ওকালতি করছি আমার, আপনার এবং মৃতের দেবতাদের পক্ষে।

ক্রিয়ন

মৃত্যুর এপারে তাকে তুমি কোনোমতে বিবাহ করতে পারবে না।

হ্যামন

সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার একারই মৃত্যু হবে না।

ক্রিয়ন

আমাকে শাসানো হচ্ছে, বেয়াদপ!

হ্যামন

গোঁয়ার্তুমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কি শাসানো?

ক্রিয়ন

চড়া দামে তোমায় জানতে হবে—গোঁয়ার্তুমির পরিণতি কী।

হ্যামন

হ্যাঁ, আপনাকে উন্মাদই বলতাম,—যদি আপনি আমার পিতা না হতেন।

ক্রিয়ান

মেয়েমানুষের চাটুকার, আমার মুখের ওপর কথা বলো না।

হ্যামন

তা হ'লে এই আপনার শেষ কথা!

ক্রিয়ন

হ্যাঁ। স্বর্গের দেবতাদের শপথ নিয়ে বলছি, অবাধ্যতার জন্যে তোমার দুঃখ পেতে হবে।

www.pathagar.com

(ভেতরে যারা আছে তাদের আহ্বান করে)
ঐ শয়তানীকে নিয়ে আয়। এক্ষুনি তার মৃত্যু হবে। আর তার স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখবে।

হ্যামন

এ দৃশ্য আমি দেখব না। আপনি আমাকেও আর কোনোদিন দেখবেন না। যারা আপনার শঠতা আর নির্বুদ্ধিতার সাক্ষী হবে তারাই দেখুক।
(প্রস্থান)

পরিচালক

মহামান্য! তিনি চলে গেলেন—প্রচণ্ড উত্তেজনায়! কে জানে একজন যুবকের রোষের পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে!

ক্রিয়ন

যাক্! ভীষণ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হোক সে—এতটা, যা কেউ কোনোদিন হয় নি! কিন্তু মেয়ে দুটিকে সে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

পরিচালক

মহামান্য! তবে কি আপনি দু'জনকেই হত্যা করবেন?

ক্রিয়ন

না, যার হাত নিষ্কলুষ তাকে নয়।

পরিচালক

তা হ'লে অন্যজনকে কী দণ্ড দেবেন?

ক্রিয়ন

তাকে একটি পরিত্যক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে কোনো মানুষ কখনো পদচারণা করেনি। তারপর একটি গুহায় প্রচুর আহার দিয়ে তাকে জীবন্ত বন্দি করে রাখা হবে—যেন হত্যাপরাধ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি। না হলে রাজ্যের সকল প্রজার অকল্যাণ হবে।

www.pathagar.com

সেখানে তার প্রিয় মৃত্যুর দেবতাকে সে পুজো দিতে পারে—আর মৃত্যু থেকে মুক্তি যাচঞা করতে পারে। শেষ অবধি সে জানবে, যারা মৃত্যুর পুজো করে পৃথিবী তাদের জন্যে কী অর্থহীন আশ্বাসে ভরা।

(প্রস্থান)

কোরাস

হে প্রেম তোমার মতো শক্তিমন্ত কী আছে পৃথিবীতে?
যুদ্ধে তুমি চির-অপরাজিত।
সম্পদ সৌভাগ্যকে ধ্বংস কর মুহূর্তে।
পৃথিবীর দূরবর্তী কোণে, সমুদ্রের মধ্যে
সব খানে তোমার আধিপত্য।
তরুণীর রক্তিম গণ্ডে তুমি সুন্দর, অপেক্ষমাণ।
তোমার পাগলামির মুঠো থেকে
দেবতা বা মানুষ কারো অব্যাহতি নেই।
পুণ্যবানকে তুমি বিভ্রান্ত কর,
আত্মাকে নিক্ষেপ কর পাপের গোলক ধাঁধায়,
বিচ্ছেদ ঘটাও কলহের ছলনায়।
তোমার কামবধূর দৃষ্টিতে যে আলো উৎসারিত হয়
তা অগ্নি—মানুষকে তা দগ্ধ করে।
মহান দেবতাদের মধ্যে অমর আফ্রোদিতির ইচ্ছাই
সবার 'পর হয় জয়ী।
(পাহারাবেষ্টিত এন্টিগোনির প্রবেশ)
কিন্তু এখানে সহ্যাতীত এক দৃশ্য—
আমার অশ্রুজলকে করেছে উৎসারিত;
এন্টিগোনি বিদায় নিচ্ছে,
তার বিবাহ-নিকুঞ্জের অনন্ত শয্যায়।

এন্টিগোনি

হে দেশবাসী! আমার অন্তিম যাত্রাকালে আমাকে চেয়ে দেখ। দিনের আলোর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি চির বিশ্রামের দেশে—যেখানে মৃত্যু আমাকে আশ্রয় দেবে নীরব নিথর নদীর

www.pathagar.com

পরপারে। কোনো বিবাহ-উৎসব নয়, কোনো বিবাহ-সঙ্গীত নয়—মৃত্যুই সেখানে আমার বিবাহের যৌতুক।

কোরাস

গৌরব ও প্রশংসা সেখানে তোমার অনুগামী হবে। তুমি যাচ্ছ তোমার সৌন্দর্য নিয়ে—অমলিন, তরবারির অস্পষ্ট, মুক্ত ও জীবন্ত। —ইতিপূর্বে যাদের মৃত্যু ঘটেছে তারা কেউ কখনো এমনভাবে যায়নি।

এন্টিগোনি

পিরীজিয়ান কুমারী টেনটালাসের কন্যাকে কঠোর মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল সিফিলিস পাহাড়ে—নির্দয় আইভি লতার মতোই পাহাড় তাকে আলিঙ্গন করে রেখেছিল। অশ্রুজলের সাথে মিশে বৃষ্টি আর বরফ তার সর্বাঙ্গ সিক্ত করেছিল। ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে সে মৃত্যুর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছিল। তার জীবনের মতোন অমনি ঘুম আমি ঘুমোতে যাচ্ছি।

কোরাস

তিনি অমর বংশজাত দেবী আর আমরা মরণশীল মানুষ। দেবকুমারীর ভাগ্যলাভ সত্যি গৌরবজনক। জীবন্ত মৃত্যু হ'লেও অমর মহিমা।

এন্টিগোনি

বিদ্রূপ! পিতৃপুরুষের দেবতার দোহাই, আমি বেঁচে থাকতেই তোমরা আমাকে তামাশার পাত্র করে তুলো না। হে মাননীয় নাগরিকবৃন্দ! হে রথবহুল থিবি! পাহাড়ের গুহায় বিশেষভাবে নির্মিত একটি প্রকোষ্ঠের অনির্দিষ্টকালের কয়েদের ভেতর অদ্ভুত শীতল সেই সমাধিতে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দোলায়িত হয়ে অনন্ত যাতনায় আমাকে অতিবাহিত করতে হবে—অথচ আমার এই নির্বাসনে এমন কোনো বন্ধু নেই যে কাঁদবে।

www.pathagar.com

কোরাস

বৎস তুমি প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছ। তোমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পিতার পাপের।

এন্টিগোনি

পিতা! ভাবতেও আত্মা শুকিয়ে যায়—লেবডেকাস পরিবারের পাপের উত্তরাধিকারী। মাতা ও পুত্রের অস্বাভাবিক বিবাহ...আমার পিতা ... আমার পিতামাতা... কী বিষম লজ্জা! এখন আমি কার কাছে যাব...অনূঢ়া, অভিশপ্তা! দুর্ভাগ্যময় সে বিবাহের কালে আমার ভাইদের জীবন হয়েছে বিনষ্ট, আমি লাভ করেছি মৃত্যুদণ্ড।

কোরাস

বৎস! কর্তৃপক্ষ কখনো অবাধ্যতা উপেক্ষা করবেন না। সুতরাং তুমি নিজেই তোমার সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছ।

এন্টিগোনি

সম্মুখের বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করতেই হবে। আমার বিদায়ে কোনো বন্ধু কাঁদবে না, কোনো অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত, কোনো বিবাহ-গীতি হবে না। আজকের পর সূর্যের কোনো আলো আমি দেখব না।

(ক্রিয়নের প্রবেশ)

ক্রিয়ন

মৃত্যুর দোরে দাঁড়িয়ে বিলাপ! কিন্তু শত বিলাপেও মৃত্যুকে রোধ করতে পারবে না। এক্ষুনি ওকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের মধ্যে সমাধিতে বন্দি করে রাখ। হয় সে মরবে, না হয় পাষাণ কারায় বেঁচে থাকবে। সে মরলেও তার রক্তে আমাদের হাত কলুষিত হবে না। পৃথিবীতে তাঁর জীবন আজকেই শেষ।

এন্টিগোনি

আমি চলে যাচ্ছি চিরদিনের কবরে, আমার বাসর-কুঞ্জে, আমার আত্মীয়দের সাথে মিলিত হব বলে—পার্সিনির সৌধে এরা আগের

www.pathagar.com

থেকেই অসুখী হয়ে বাস করছে। আমি জানি, পিতা যেখানে আমাকে সম্বর্ধনা জানাবেন, মাতা সাদরে সম্ভাষণ করবেন আর তুমিও—ভাই আমার—আমায় দেখে উৎফুল্ল হবে। তোমাদের প্রত্যেককে আমি শায়িত করেছি, তোমাদের কবরের ওপর তর্পণ দিয়ে। পলিনিসেস, তোমার মৃতদেহ পরিচর্যার জন্যে আমার এই শাস্তি—সব সৎ লোকই জানে এই কাজ কখনও করতাম না। কেননা এক স্বামী হারালে অন্য স্বামী পাওয়া যায়, আবার তার থেকে সন্তান-সন্ততি। কিন্তু ভাই হারালে অন্য একটি ভাই কোথায় পাব! ভাই, তোমার পক্ষ নিয়েছি বলে ক্রিয়ন আমাকে অভিযুক্ত ও বন্দি করেছে। কখনও বধূ হবো না, মাতাও না—নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ মৃত্যুতে জীবন্ত দণ্ডাজ্ঞা লাভ করে আমি চলে যাচ্ছি। স্বর্গের কি কোনো বিধান লঙ্ঘন করেছি আমি? স্বর্গের কোনো দেবতা কি আমায় মুক্তি দিতে পারেন? যেখানে দেবতার প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য অপরাধ বলে বিবেচিত, সেখানে আর কী আশা? এই যদি বিধাতার সাধ তবে মৃত্যুতেই হবে কৃতকর্মের পরিসমাপ্তি। কিন্তু আমার শত্রুরা ভ্রান্ত হলে তারা যে অন্যায় করেছে এর চাইতে অধিক শাস্তি যেন তারা ভোগ না করে।

কোরাস

প্রচণ্ড ক্রোধে তার হৃদয় এখনও আলোড়িত হচ্ছে।

ক্রিয়ন

তা হ'লে রক্ষীদের আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। নতুবা তারাও শাস্তি পাবে।

কোরাস

হায়, এ কথার মধ্যে যেন মৃত্যুর সংকেত ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

ক্রিয়ন

আশা করার আর কী থাকতে পারে?

এন্টিগোনি

পিতৃপুরুষের দেবতাগণ! আমার নগরী, আমার গৃহ, থিবির শাসকবৃন্দ! কাল কখনও চিরস্থায়ী নয়।

www.pathagar.com

তোমাদের রাজপরিবারের কন্যা—বন্দিনী হয়ে আমি চলে যাচ্ছি। যাদের সম্মান প্রাপ্য তাদের সম্মানিত করার এই শাস্তি।

(এন্টিগোনিকে নিয়ে যাওয়া হ'ল)

কোরাস

বৎস, ডায়নার ভাগ্যও অনুরূপ হয়েছিল,
পিতল নির্মিত নিকুঞ্জে তাকে কবর দেয়া হয়েছিল; মহৎ ও সুন্দর ছিল সে, তার ওপর জিউস ঝরিয়েছিলেন জীবনের সোনালি বৃষ্টিপাত। রহস্যময়ী নিয়তির শক্তি নির্মম।
অর্থ-সম্পদ বা সমর কিছুই তার পরিবর্তনে সমর্থ নয়।
ড্রায়াসের পুত্র, ইডোনিয়াসের গর্বিত রাজা অবরুদ্ধ হয়েছিল এক পাষাণ কারায়—
বিধাতার অনুশাসন উদ্ধতভাবে অবজ্ঞা করেছিল সে। শাস্তি হয়েছিল তার—
প্রচণ্ড আবেগ প্রশমিত হয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিল সে, কেননা সে সর্বশক্তিমানের শাসনকে করেছিল তুচ্ছ—ডায়োনিসাসের একাধিপত্যও।

(অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা টিরেসিয়াস একটি বালকের হাত ধরে প্রবেশ করলেন।)

টিরেসিয়াস

থিবির ভদ্র মহোদয়গণ! আমি আর আমার সঙ্গী আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি! সে আমার পথযাত্রায় চক্ষুস্বরূপ—কারণ অন্ধলোক তার চালককে অনুসরণ করে।

ক্রিয়ন

শ্রদ্ধেয় টিরেসিয়াস, আপনার শুভাগমন হোক। কী সংবাদ আপনার?

টিরেসিয়াস

সংবাদ না উপদেশ—তুমি কী শুনতে চাও?

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

পিতা, আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে কখনও কসুর করিনি।

টিরেসিয়াস

আর সেজন্যে এতখানি পথ নির্বিঘ্নে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছ।

ক্রিয়ন

আপনার ঋণ সানন্দে স্বীকার করি।

টিরেসিয়াস

তা'হলে আমার কথা শোনো—কারণ তুমি মহাবিপদের সম্মুখীন।

ক্রিয়ন

সত্যি? আশ্চর্য! আপনি গুরুগম্ভীর কথা বলছেন!

টিরেসিয়াস

বলছি। ভবিষ্যদ্বক্তার আসনে বসে—যে আসনে বসে এতকাল স্বর্গের ইঙ্গিত অনুধাবন করেছি। হঠাৎ একটি অপরিচিত শব্দ আমার কানে ভেসে এল। মনে হ'ল, পাখিরা পাপযুদ্ধে লিপ্ত, অদ্ভুত ভাষায় ক্রূর চীৎকার আর ডানা ঝাপটে সোঁ সোঁ শব্দ করছে তারা। এর থেকে শিকারি পাখিদের ভয়াবহ যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা করলাম। এটা ভারি অমঙ্গলের চিহ্ন। তাই সঙ্গে সঙ্গে বেদীর অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্যাপারটা পরীক্ষা করলাম। কিন্তু শিখা জ্বলে উঠল না, কেবল দুর্গন্ধময় রস মাংস থেকে নির্গত হয়ে গড়িয়ে চললো। পিত্তটি এক ফুৎকারে ফেটে গেল, চর্বি গ'লে কুঁজ বেরিয়ে এল। এসব আমার এই তরুণ সহকারীর মাধ্যমে দেখতে পেলাম যে আমার পক্ষ হয়ে দেখে, যাতে আমি আবার অন্যদের পক্ষ হয়ে দেখতে পারি। কিন্তু আমার আশা ব্যর্থ হল। মূল কথা আমাদের ওপর যে অভিযোগ নেমে এসেছে—সেজন্যে তুমিই দায়ী। যে রক্ত বেদী ও মন্দির কলুষিত করেছে, যে রক্ত কুকুর ও শকুনে লেহন করছে তা আর কিছু নয়, ইডিপাসেরই রক্ত—তার হতভাগ্য পুত্রদের ধমনী থেকে নির্গত।

www.pathagar.com

আমাদের অগ্নি, আমাদের আহুতি আর আমাদের প্রার্থনা দেবতাদের কাছে আজ ঘৃণ্য। মানুষ যে রক্তপাত করেছে তার গাদ পাখিগুলো খেয়ে অশুভধ্বনি না করে কী করবে! লক্ষ কর, বৎস : মানুষ পাপ করে, কিন্তু পাপের জন্যে তার একেবারে ভরাডুবি হয় না—যদি সে অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। একমাত্র নির্বোধই শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়।

মৃতকে ন্যায্য প্রাপ্য দাও। পতিতকে আঘাত করো না। বারবার হত্যার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই। তোমার কল্যাণের জন্যেই আমি কথাগুলো উচ্চারণ করছি। আশা করি, তুমি সম্মত হবে।

ক্রিয়ন

শ্রদ্ধেয় আচার্য! আপনি কি আমাকেও আর সকলের মতো পরিহাসের পাত্র বলে ভাবেন? আপনার পুরোনো কৌশল আমার অজানা নয়। কিন্তু আপনি নিজের স্বার্থে আমাকে কী করে ব্যবসার পণ্য হিসেবে গণ্য করছেন? ব্যবসা আপনি যেমন খুশি করুন। কিন্তু সার্দিসের সমস্ত রৌপ্য এবং ভারতবর্ষের সমস্ত স্বর্ণও এই দেশদ্রোহীকে কবর পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি ঈগলও যদি তার শব জিউসের সিংহাসনে বহন করে নিয়ে যায় তবু এই পবিত্র বস্তুর অবমাননা আমাকে কবর দেয়ার ব্যাপারে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না। বিধাতার মহিমাকে বিমলিন করতে পারে, মানুষের এমন সাধ্য নেই। টিরেসিয়াস, যে মরণশীল মানুষ ইষ্টের ছলে অনিষ্ট করে, স্বীয় স্বার্থলোভে আকাঙ্ক্ষী হয়, তার পতন বিরাট ও ভয়াবহ।

টিরেসিয়াস

হায়! এই জগতে জ্ঞান কি এতই সীমিত!

ক্রিয়ন

এই বিদ্রূপের অর্থ?

টিরেসিয়াস

সুপরামর্শ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যাপার আর কী হতে পারে!

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

বাস্তবিক!—এর অভাবে এমন কী ক্ষতি হ'তে পারে!

টিরেসিয়াস

তোমার দুর্বলতা তুমি নিজেই প্রকাশ করেছ।

ক্রিয়ন

আচার্য, আপনার সাথে কোন্দল করতে আমার ঘৃণা হচ্ছে।

টিরেসিয়াস

তুমিই করেছ—আমার ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যে বলে।

ক্রিয়ন

আমি বলছি, সব ভবিষ্যদ্বক্তাই আত্মসুখসন্ধানী।

টিরেসিয়াস

আমি বলছি, সব রাজাই অন্যায়ভাবে ফায়দা খুঁজে বেড়ায়।

ক্রিয়ন

কার সাথে কথা বলছ, ভুলে গেলে?

টিরেসিয়াস

না ভুলিনি, আমাদের রাজা ও রক্ষক—তাঁকেই বলছি।

ক্রিয়ন

তুমি চতুর হলেও সৎ নও।

টিরেসিয়াস

যে-কথা আমি উচ্চারণ করিনি, তাই আমাকে উচ্চারণ করতে হবে?

ক্রিয়ন

হ্যাঁ, খুলে বলো। তবে এর থেকে কোনো ফায়দা হবে না।

www.pathagar.com

টিরেসিয়াস

তোমার কি মনে হয়, এই আমার উদ্দেশ্য?

ক্রিয়ন

কী বলছ!

টিরেসিয়াস

তবে শোন। সূর্যের রথ তার চক্রাকার পথ আবর্তিত করছে। সেই আবর্তন আর খুব বেশিক্ষণ ঘটবার আগে তোমার ঔরসজাত পুত্রকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে হবে—মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর ঋণ শুধতে। দু'টি মৃত্যুর ঋণ তোমাকে শোধ করতে হবে—এক, যে জীবনকে এইমাত্র তুমি মৃত্যুর দোরে পাঠিয়েছ জঘন্যভাবে কবরের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে; দুই, যে এখনও মাটির ওপর আছে, অকবরস্থ, অসম্মানিত এবং দেবতাদের দ্বারা অপ্রশংসিত। এই নিয়তি তুমি পরিবর্তন করতে পারবে না, স্বয়ং দেবতারাও এর অন্যথা করতে পারেন না। তুমি যা করেছ এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে : প্রতিহিংসা দেবীর—যারা নরক পর্যন্ত অনুসরণ করেও সবাইকে ধ্বংস করে—তোমাকে শিকার করার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। যে অন্যায় তুমি করেছ তা এখন তোমার নিজের ওপরেই বর্তাবে। এসব কথা কি আমি নিজের স্বার্থে বলছি? শিগগিরই তোমার রাজপুরী নারী আর পুরুষের বিলাপে পরিপূর্ণ হবে আর প্রতিটি পার্শ্ববর্তী নগরী তোমার বিরুদ্ধে উন্মত্ততায় উত্তেজিত হবে। কেননা, তোমার এই অন্যায়ে তারাও অপবিত্র হবে—যখন তাদের গ্রহে ও বেদীতে কুকুর ও শকুন কলুষিত রক্ত বহন করে নিয়ে যাবে।
আমাকে তুমি কুপিত করেছ। ক্রোধ-নির্গত এই শরীরগুলো তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে—এদের যন্ত্রণা থেকে তোমার অব্যাহতি নেই। আমাকে নিয়ে চল, বৎস! রাজা তরুণদের ওপর রোষ দেখাতে পারেন, কিন্তু চিন্তা ও কথায় তাঁরও সংযত হওয়া কর্তব্য। আমায় নিয়ে চল।

(প্রস্থান)

পরিচালক

মহামান্য, তিনি চলে গেছেন। ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করে গেছেন। আমার যৌবন অথবা বার্ধক্যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যে হতে দেখিনি।

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

বটে! আমার হৃদয় এখন দ্বিখণ্ডিত। সম্মতি দেয়াও দুরূহ, আসন্ন অভিশাপকে মেনে নেওয়া অসম্ভব। দুই-ই দুঃসাধ্য।

পরিচালক

যদি আপনাকে উপদেশ দেয়া হয়—

ক্রিয়ন

বল! কী করতে হবে আমায়?

পরিচালক

পাষাণ-কারা থেকে মেয়েটিকে মুক্ত করুন—যাকে কবর দেয়া হয়নি তাকে কবর দিন।

ক্রিয়ন

তোমাদের কী অভিপ্রায় আমি সম্মতি দিই!

পরিচালক

হ্যাঁ, শিগগির। কারণ দেবতারা পাপীর ওপর প্রতিহিংসার আঘাত হানতে বিলম্ব করেন না।

ক্রিয়ন

ভীষণ কঠিন কাজ, তবু আমাকে করতেই হবে। হ্যাঁ, আমি জানি। প্রয়োজনের বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র নেই।

পরিচালক

আপনি নিজে গিয়ে মেয়েটিকে মুক্ত করুন—অন্য কেউ নয়।

ক্রিয়ন

যাচ্ছি—এই মুহূর্তে! ক্রীতদাসেরা! তোরা সবাই কোদাল খন্তা নিয়ে আয়। আমি তাকে বন্দি করেছি, আমিই তাকে মুক্ত করব। আমি উপলব্ধি করছি, স্বর্গের আইন দ্বারাই মানুষ নিয়ন্ত্রিত।

(প্রস্থান)

www.pathagar.com

কোরাস

বজ্রনিনাদকারী জিউসের পুত্র, তোমার বহু নাম, ক্যাডমাসের বধূদের গৌরব তুমি;
প্রখ্যাত ইতালিয়াতে তুমি প্রহরারত
তুমি শাসন কর ইলিওসিসের অতিথিবৎসল উপত্যকা—যেখানে সব অতিথিই অভ্যর্থিত।
হে ব্যাক্কাস, অধিষ্ঠান করছ থিবিসে,
ব্যাক্কাসীয়দের মাতৃনগরী—
যেখানে মধুর ইসমেনাস মৃদুবারি সিঞ্চন করে ভূমিতে,
আর ড্রাগনের দাঁত থেকে ফসল জন্মায়।
তুমি দেখেছ, সেখানে চূড়াওয়ালা পাহাড়ে মশাল জ্বলে অস্পষ্ট রেখায় এবং কাস্টালিয়ার ঝরনায় পরীরা তোমারই নৃত্যে প্রকাশ করে আনন্দ। যখন নাসার আইভিলতা-বিজড়িত সঙ্কীর্ণ উপত্যকা আর দ্রাক্ষালতাপরিবৃত সমতল ভূমি থেকে তুমি আস থিবিতে,
সেখানে অমর কণ্ঠে গীত হয় তোমারই আনন্দ-সংগীত।
সকল নগরী অপেক্ষা থিবিস তোমার প্রিয়—
এবং অগ্নিদগ্ধ তোমার মাতারও।
এই মুহূর্তে যখন ভয়াবহ মড়কে আমরা আক্রান্ত,
আবির্ভূত হও তুমি রোগমুক্ত চরণে।
ত্বরায় এসো পার্সিনাস পাহাড়ে
ব্যাকুলিত সমুদ্রবেলার ওপর দিয়ে।
তারকারা—যাদের শ্বাসে ঝরে অগ্নি—
তোমার সাথে নাচতে তাদেরও আনন্দ।
প্রতিধ্বনিত শর্বরী তোমারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
আবির্ভূত হও, জিউস-তনয়,
অনুচর থিয়াডিস (যে রাত্রিভর মত্ত থাকে উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদে তোমারই সম্মুখে)
এবং আইকসাসকে সাথে নিয়ে।

(মঞ্চের পাশ দিয়ে একজন বার্তাবহের প্রবেশ)

www.pathagar.com

বার্তাবহ

শোন, ক্যাডমাসের নগরীর অধিবাসীগণ, শোন, এমফিয়নের পুরীর লোক, থিবির লোক শোন, মানুষের জীবন কী?
এ-জীবন শুভ বা অশুভর জন্যে নির্দিষ্ট কিছু নয়,
প্রশংসা বা নিন্দার জন্যে নির্দেশিত কিছু নয়।
জীবন নিয়ে কেউ সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম নয়।
ক্রিয়ন এককালে ছিলেন ঈর্ষার পাত্র।
তিনি দেশকে শত্রুর কবলমুক্ত করেছিলেন,
রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন দীর্ঘকাল,
এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেছেন রাজ্য—রাজবংশের
একজন সম্মানিত পিতা তিনি।
এখন সব মৃত্যুর মতো নিঃশেষ হয়ে গেছে।
কেননা আনন্দ ব্যতিরেকে জীবন মানে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা;
তার জীবন এখন ঠিক এমনি!
যেখানে আনন্দ নেই সেখানে ঐশ্বর্য, পদবী, রাজকীয় মহিমা, রাজ্য সব ফাঁকা, মিথ্যা, অসার ছায়ামাত্র।

কোরাসের পরিচালক

কী সংবাদ তোমার? রাজ পরিবারের কোনো বিপদ কি?

বার্তাবহ

মৃত্যু! আর এ-জন্যে জীবিতেরাই দায়ী।

পরিচালক

কে মৃত? কেমন করে?

বার্তাবহ

স্বয়ং হ্যামন মৃত—

পরিচালক

পিতার দ্বারা?

www.pathagar.com

বার্তাবহ

স্বহস্তে। তবে পিতার জন্যই তিনি এ কাজে বাধ্য হয়েছেন।

পরিচালক

তাহ'লে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।

বার্তাবহ

এরপর কী করণীয়, তোমাদের প্রার্থনাই তা নির্ধারণ করবে।

(প্রাসাদের দরজা খুলে গেল)

পরিচালক

রানি য়ুরিডিকি আসছেন। আঃ বেচারি, হয়তো পুত্রের সংবাদ শুনেছেন।

(পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রানির প্রবেশ)

য়ুরিডিকি

বন্ধুগণ, দরজার দিকে আসতে আসতে তোমাদের কথা আমি কিছুটা শুনেছি। আমি প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম প্যালাসের মন্দিরে। দরজার খিল খুলতে না খুলতে তোমাদের কথায় আসন্ন বিপদের আভাস পেলাম। ভয় পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। বল, ব্যাপার কী? তোমরা কী শুনেছ! দুঃখ আমার অপরিচিত নয় আর আমি তা সহ্য করতে পারব।

বার্তাবহ

যা দেখেছি আপনাকে সব খুলে বলছি—কোনো কথা লুকোবো না। সত্য সব চাইতে নিরাপদ। আপনার স্বামী, মহামান্য নৃপতির সাথে আমি ছিলাম—মাঠের প্রান্তে। সেখানে কুকুরে কামড়ানো পলিনিসেসের ধূলিলুণ্ঠিত মৃতদেহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা তার জন্যে পথ-দেবী ও প্লুটোর কাছে প্রার্থনা করলাম—যেন তাঁরা তার প্রতি সদয় হতে পারেন। তার দেহাবশেষ আমরা পবিত্র পানিতে ধুয়ে দিলাম, একটা ডালে আগুন লাগিয়ে তার সৎকারের ব্যবস্থা করলাম, তারপর ভস্মের ওপরে একটি মাটির ঢিবি তুললাম। এরপর আমরা সেই প্রকোষ্ঠের দিকে রওনা হলাম—যেখানে মেয়েটি মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

www.pathagar.com

আমরা পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সেখানকার পাহারাদার কোনো একটা তীব্র কাতর ধ্বনি শুনে রাজার দিকে ছুটে এল। তার অদ্ভুত বিলাপ শুনে রাজা চীৎকার করে বলে উঠলেন, "হতভাগ্য আমি? ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্য হয়েছে? আমার কি সবচেয়ে দুঃখের পথযাত্রা শুরু হল! আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর কি আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে। তোমরা শিগগির যাও। দেখ তো আমার পুত্র কিনা—আমার পুত্র হ্যামন, ওর কথার শব্দ আমি যেন শুনতে পাচ্ছি। নইলে দেবতারা আমাকে নিয়ে নিশ্চয় তামাশা করছেন।"

রাজার ব্যাকুল অনুরোধে আমরা গিয়ে দেখলাম গুহার এক কোণে এন্টিগোনি ফাঁসিতে ঝুলে আছে। তার পোশাকের লিনেন দিয়ে ফাঁসের দড়িটি তৈরি। আর তাকে বাহুবেষ্টন করে হ্যামন হারানো বধূ, হতভাগ্য প্রেম এবং পিতার নিষ্ঠুরতার জন্যে বিলাপ করছে। ক্রিয়ন গুহায় পৌঁছে শোকে বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "আমার হতভাগ্য সন্তান। এ কী করেছ? এ কোন উন্মত্ততা তোমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে! ফিরে এস, বাছা! আমি তোমাকে মিনতি করে বলছি—ফিরে এস।" পুত্র তার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর মুখে থু থু ফেলল, তারপর একটি কথাও না বলে তরবারি বের করে আঘাত হানল। পিতা কোনোমতে আহত দেহে পালিয়ে এলেন। কিন্তু উন্মত্ত পুত্র তরবারির ওপর ঝুঁকে পড়লে তরবারি তার পাঁজরের ভেতর ঢুকে গেল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে সে মেয়েটিকে আলতোভাবে আলিঙ্গন করল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে মেয়েটির শীর্ণ কপোল রঞ্জিত করে দিল।

(য়ুরিডিকি ত্বরায় প্রাসাদে ফিরে গেল)

মৃত্যু পরিণয়ে দুটি দেহ একত্র শায়িত হয়েছে। তাদের বাসর-নিদ্রা জগতের কাছে সাক্ষ্য দেবে—মানুষের মূঢ়তা মানুষের কত বড় বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

পরিচালক

কিন্তু একী! রানি একটি কথাও উচ্চারণ না করে প্রস্থান করলেন! অদ্ভুত! আমার মনে হয়, প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ না করে তিনি

www.pathagar.com

অন্তরালে পরিচারিকাদের মধ্যে বেদনা উজাড় করতে গেলেন—অসঙ্গত কিছু করতে চান না তিনি।

পরিচালক

হ'তে পারে। কিন্তু অস্বাভাবিক নীরবতার মধ্যে বিপদের আশঙ্কা থাকে—যেমন অত্যধিক শোক প্রকাশে।

বার্তাবহ

আমি অন্তঃপুরে গিয়ে দেখব, সত্যি তাঁর ব্যাকুলিত হৃদয়ে কোনো ভয়াবহ উদ্দেশ্য আছে কিনা! এমন নীরবতা—তুমি যা বলছ—ভয়ানক হতে পারে।

(সে অন্তঃপুরে গেল। রাজার আগমনের পূর্বে অনুচরদের প্রবেশ।)

কোরাস

রাজা আসছেন, মনে হয়, তাঁরই কোনো অপকীর্তির নিদর্শন নিয়ে—যদি আমাদের বলতে আজ্ঞা দেয়া হয়।

(হ্যামনের শব নিয়ে ক্রিয়নের প্রবেশ)

ক্রিয়ন

পাপ, ভ্রান্ত হৃদয়ের পাপ মানুষকে মৃত্যুর পথে পরিচালিত করে। দেখ! দেখ! হত্যাকারী ও হত—পিতা ও পুত্র। আমার একগুঁয়েমির অভিশাপ। পুত্র উন্মোচিত যৌবনে মৃত্যুবরণ করেছে—আমারই দোষে, তোমাদের নয়।

কোরাস

হায়! অতি বিলম্বে আপনি সত্যোপলব্ধি করলেন।

ক্রিয়ন

বেদনার মধ্য দিয়েই সত্যোপলব্ধি হ'ল। বিধাতা আমায় এই ভয়ঙ্কর শাস্তি দিলেন পাপের পথে পরিচালিত করে—আমার আনন্দ পদদলিত করে। মরণশীল মানুষের এমনি যাতনা!

(প্রাসাদ থেকে বার্তাবহের প্রবেশ)

www.pathagar.com

বার্তাবহ

মহামান্য! আপনাকে আরো দুঃখ পেতে হবে। আপনি এমন কিছু জানবেন, যা আপনাকে আরো বেদনা দেবে।

ক্রিয়ন

আর কী! কী সেই বেদনা যা এই বেদনাকে অতিক্রম করতে পারে!

বার্তাবহ

আপনার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে—হ্যাঁ, মৃতের মাতার—হৃদয়ের সদ্য মৃত্যুশোক নিয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন! হায়, দুর্ভাগা নারী!

ক্রিয়ন

হায়, অতৃপ্ত মৃত্যু। এখনও কি তোর রোষ মেটেনি? অন্তভের বার্তাবহ, কী বল্? আমি তো মৃত—আর কী বাকি আছে! হত্যার পর হত্যা আরো মৃত্যু? আমার স্ত্রী?

(মধ্যবর্তী দরজা খুলে গেল। য়ুরিডিকির শব দেখা গেল)

কোরাস

দেখুন! দেখুন! আর কিছু গোপন নেই।

ক্রিয়ন

হায়, আবার শোক। আমার ভাগ্যে আর কী আছে? এখানে পুত্র আমার বাহুডোরে...আর ওখানে অপরজন...পুত্র...মাতা...

বার্তাবহ

বেদীমূলে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন শাণিত ছুরিকা নিয়ে। চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসতে আসতে মৃতকে—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে—আহ্বান করলেন আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে আপনাকে—তাদের হত্যাকারীকে—অভিশাপ দিলেন।

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

কী বিভীষিকা! এই বেদনার অবসান ঘটাতে পারে, এমন তরবারি কি আমার জন্য নেই?

বার্তাবহ

দু'টি মৃত্যুর জন্যেই আপনি দায়ী—এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

ক্রিয়ন

কীভাবে তাঁর মৃত্যু হ'ল?

পুত্রের মৃত্যুবার্তা শুনে তিনি শাণিত তরবারি নিজের বুকে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্রিয়ন

এর শাস্তি আর কাউকে নয়, আমাকেই পেতে হবে। আমিই তাকে হত্যা করেছি। আমায় নিয়ে চল—দূরে—বহুদূরে। আমিও মৃতেরই শামিল।

কোরাস

যথার্থ বলেছেন—দুঃসময়ে যতখানি বলা যায়।
প্রতিকূল পরিবেশে দ্রুত কাজই সঙ্গত।

ক্রিয়ন

এস, আমার মধুর শেষ প্রহর,
আমার একমাত্র সুখ...শিগ্‌গির এসো।
আমায় যেন দেখতে না হয় আর একটিও দিন,
দূরে... বহুদূরে...

কোরাস

বর্তমান নিয়ে আমরা ব্যস্ত, ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত; নিয়তি নিজের পথ নিজেই সূচিত করে।

www.pathagar.com

ক্রিয়ন

আমার প্রার্থনা করার মতো আর কিছু নেই।

কোরাস

আর কিছু প্রার্থনা করবেন না। কেননা নিয়তি নির্ধারিত বেদনা থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই।

ক্রিয়ন

তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে নিয়ে চল। আমি হঠকারী, নির্বোধ। পুত্র, অবিবেচকের মতো তোমাকে হত্যা করেছি, আমাকে ক্ষমা করো—এবং স্ত্রী, তুমিও। জানি না, কোথায় আমি যাব, কার কাছে সাহায্য চাইব। আমি অন্যায় করেছি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে, ভাগ্য নিষ্করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

(ক্রিয়নকে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে—আর কোরাসের পরিচালক বলছে)

কোরাসের পরিচালক

জ্ঞানই সুখের চরম অবস্থা। দেবতাদের অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে। গর্বিতের দম্ভোক্তি নিদারুণ আঘাতে শাস্তি লাভ করে এবং বার্ধক্যেই মানুষ এসব শিক্ষালাভে প্রকৃত সমর্থ।

www.pathagar.com

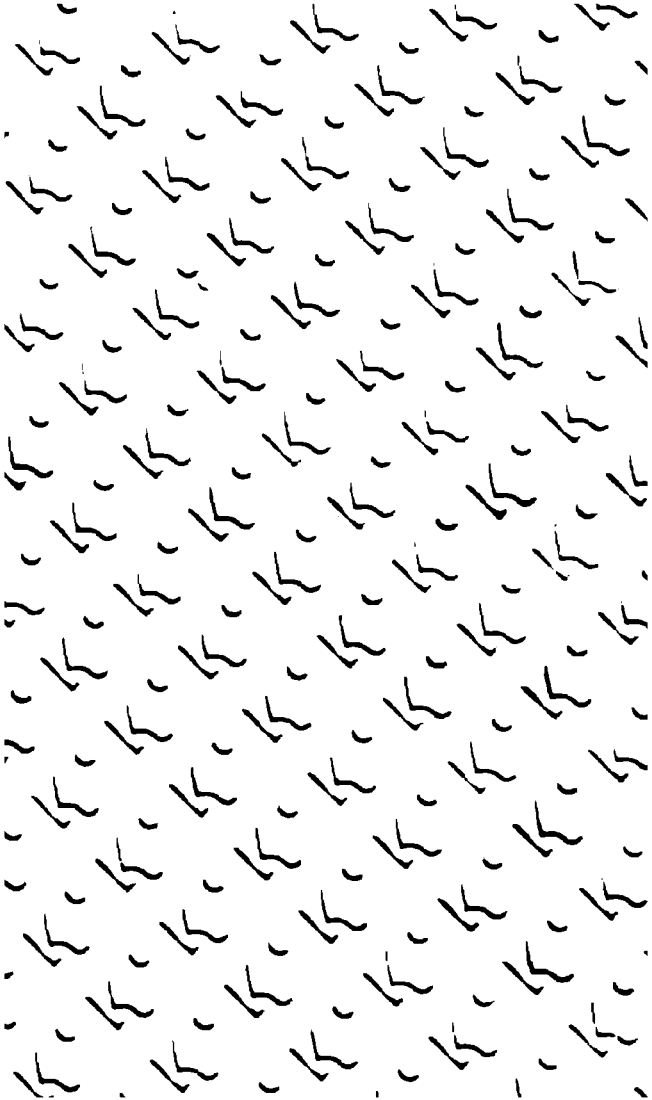

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
'শ্রেষ্ঠ গ্রিক নাটক' পর্বের
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

www.pathagar.com